এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-১: সমাজকর্ম: প্রকৃতি এবং পরিধি

প্রশ্ন ▶১ নূহা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ একটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে; যার সম্মান ও মাস্টার্স উভয় শ্রেণিতে ৬০ কর্মদিবসের মাঠকর্ম রয়েছে। বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[চা., দি., সি., য. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ১; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ১]

ক. "*Introduction to Social Welfare*" গ্রন্থটি কার লেখা? ১

খ. সমাজকর্ম একটি পদ্ধতিনির্ভর সমাধান প্রক্রিয়া— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নূহা যে বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছে তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি পাঠের আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক "*Introduction to Social Welfare*" গ্রন্থটি ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডারের লেখা।

খ সমাজকর্ম হলো সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া।

যেকোনো ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যার স্থায়ী, কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের জন্য সমাজকর্ম কতগুলো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির আওতায় সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চালায়। এতে তিনটি মৌলিক এবং তিনটি সহায়ক পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্তদের সাহায্য করা হয়। এ সব পদ্ধতির সাহায্যে সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এ জন্য বলা হয়, সমাজকর্ম একটি পদ্ধতিনির্ভর সমাধান প্রক্রিয়া।

গ নূহা সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছে।

সমাজের সব স্তরের মানুষের আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব হয়েছে। তাই সাধারণভাবে একে কল্যাণধর্মী বিষয় ও পেশা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এর বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সমাজকর্মের নির্দিষ্ট কর্ম পদ্ধতির আওতায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি, বয়স লিঙ্গভেদে সবাই সেবা লাভের অধিকারী। এটি একটি বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতানির্ভর সেবাকর্ম। অর্থাৎ সেবাকাজ সম্পাদনে সমাজকর্মীকে অবশ্যই সমাজকর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এখানে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থী উভয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। আবার বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমাধান এবং উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ লক্ষ্যে সমাজকর্মের কার্যক্রম প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়ন এ তিনটি ভূমিকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এছাড়াও প্রতিটি পেশার মতো সমাজকর্মের কিছু মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক নীতিমালা রয়েছে। উদ্দীপকে নূহার ক্ষেত্রেও আমরা একই রকম চিত্র দেখি। সে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছে। উপরে তার পঠিত বিষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলোই আলোচিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি অর্থাৎ সমাজকর্ম পাঠের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

আধুনিক শিল্প সমাজ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত জটিল ও বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। শিল্পায়ন ও শহরায়ন বিশেষ করে আধুনিকায়নের কারণে আমাদের সমাজব্যবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিস্থিতি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করছে। এ অবস্থায় সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যক্তি ও দলকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তাছাড়া যেকোনো দেশের সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, অসচেতনতা প্রভৃতি। সমাজকর্ম এসব কুসংস্কার ও কু-প্রথার প্রকৃতি, কারণ ও সমাধানের কৌশল নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে। আবার সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির কল্যাণে আমাদের দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ ধরনের কর্মসূচিগুলো সফলভাবে পরিচালনা করতে গেলে সমাজকর্ম জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমানে আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবমুখী নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এ সব সমস্যা সমাজকর্ম জ্ঞানের আলোকে নিরসন করা সম্ভব।

উদ্দীপকের নূহা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমন এক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছে; যার সম্মান ও মাস্টার্স উভয় শ্রেণিতে ৬০ কর্মদিবস মাঠকর্ম রয়েছে। এতে বোঝা যায়, নূহার বিষয়টি হলো সমাজকর্ম। আর সমাজকর্ম উপরোল্লিখিতভাবে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্ম পাঠের আবশ্যকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ কৃষক পরিবারের সন্তান আমজাদ হোসেন লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি পেয়েছিলেন। তাই জীবনের তাগিদে গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন শহরে পরিবার নিয়ে থেকেছেন। আজ তার সন্তানরা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে অবস্থান করছে। নিজেদের প্রয়োজনেও এখন সন্তানদের কাছে পান না। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব বেড়েছে। একই সাথে এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কিছু পেশাদার পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। *[চা., দি., সি., য. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. 'বিপ্লব' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আমজাদ হোসেনের পারিবারিক জীবনে যে বিশেষ বিষয়টি লক্ষণীয় তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত পেশাদার পদ্ধতি সমাজের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে— বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বিপ্লব' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Revolution।

খ সামাজিক নিরাপত্তা বলতে বিপর্যয়কালীন সমস্যাগ্রস্ত মানুষ বা সম্প্রদায়ের জন্য গৃহীত আর্থিক সাহায্য কর্মসূচিকে বোঝায়।

সাধারণত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিভিন্ন বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। যেমন— বৃদ্ধকালীন নির্ভরশীলতা, অসুস্থতা, বেকারত্ব, দৈহিক অক্ষমতা, পেশাগত দুর্ঘটনা, মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত আর্থিক সহায়তাভিত্তিক কার্যক্রমই হলো সামাজিক নিরাপত্তা। অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তার উদাহরণ।

গ আমজাদ হোসেনের জীবনে পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা লক্ষ করা যায়।

সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো পরিবার। এর সদস্যরা স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনে একে অপরের সাথে আবদ্ধ থাকে। মূলত পারিবারিক এই বন্ধনই যুগ যুগ ধরে পরিবার ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু যখনই এই বন্ধনে শিথিলতা আসে তখন সমাজকাঠামোতে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

উদ্দীপকে কৃষক পরিবারের সন্তান আমজাদ হোসেন লেখাপড়া করে ভালো চাকরি পেয়েছিলেন। চাকরির প্রয়োজনে তিনি গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন শহরে পরিবার নিয়ে থেকেছেন। অর্থাৎ তিনি যৌথ পরিবারের গন্ডি থেকে বেড়িয়ে একক পরিবার গঠন করেছেন। এর ফলে বাবা-মা, ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে তার আত্মিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। একক পরিবারে তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বাস করেছেন। তার পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সাথে স্নেহ ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এক সময় জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তার সন্তানরাও বিদেশে বসবাস করতে শুরু করে। এখন আমজাদ সাহেবের যেকোনো প্রয়োজনে তার সন্তানরা কেউ কাছে থাকতে পারে না। এ থেকে বলা যায়, আমজাদ হোসেনের জীবনে পারিবারিক বন্ধনে শিথিলতা এসেছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্ম পেশা সমাজের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

শিল্প বিপ্লব পরবর্তী যান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন জটিল আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার মোকাবিলায় সমাজকর্মের কৌশল ও পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা প্রভৃতিও পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে সহায়তা করে সমাজকর্ম। উদ্দীপকে তেমন ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের আমজাদ হোসেন একসময় জীবিকার প্রয়োজনে পরিবার নিয়ে শহরে থেকেছেন। এখন তার সন্তানরাও বিদেশে থাকে। নূন্যতম প্রয়োজনের সময়ও তিনি তাদের কাছে পান না। ফলে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব বেড়েছে। আর এসব সমস্যা থেকে উত্তরণে সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব হয়েছে। মূলত শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে আমাদের সমাজব্যবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজকর্ম পেশার পদ্ধতি ও কৌশল ব্যক্তি ও দলকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষভাবে সহায়তা করে। যেকোনো দেশের সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, অসচেতনতা প্রভৃতি। সমাজকর্ম পেশা এসব কুসংস্কার ও কু-প্রথার প্রকৃতি, কারণ ও সমাধানের কৌশল নিয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টির সাথে কাজ করে। এছাড়া পেশাদার সমাজকর্মীগণ সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যার দ্রুত ও কার্যকর সমাধান করে থাকেন। এভাবে সমাজকর্ম পেশা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্ম পেশা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶৩ রিনার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যে স্নাতক শ্রেণির ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে তাকে। তার জন্য যথাযথ প্রস্তুতিও চলছে। অবশেষে এমন একটি বিষয়ে তার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয় যেটির জন্ম হয়েছে আধুনিক জটিল শিল্প সমাজের বহুমুখী সমস্যাগুলো সার্থকভাবে মোকাবিলা করার জন্য। বাস্তবতা এবং যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য বিষয়টির কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিজস্ব পদ্ধতি, নীতিমালা এবং মূল্যবোধও গড়ে উঠেছে।

[চ., ব., রা., কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্ম কোন ধরনের বিজ্ঞান? ১

খ. সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে রিনা যে বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হলো সামাজিক বিজ্ঞান।

খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সহায়তার মাধ্যমে তাদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলে বলে সমাজকর্মকে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া বলা হয়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এজন্যই এটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে রিনা সমাজকর্ম বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছে।

শিল্প বিপ্লবোত্তর আধুনিক সমাজের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের সুসংগঠিত প্রচেষ্টার ফল হিসেবে সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। সমাজে বসবাসরত অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সমাজকর্ম সহায়তা করে। যে কারণে একে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

শিল্পবিপ্লব পরবর্তী জটিল সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। এসব সমস্যা মোকাবিলা, পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান ও মানুষের সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্মের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একইসাথে সম্পদের অপচয় রোধ ও সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করাও সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এছাড়া ব্যক্তিকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে সমাজকর্ম কাজ করে। উদ্দীপকে রিনা যে বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছে সেটি সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি, নীতিমালা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে; যা সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মূলত আধুনিক শিল্প সমাজের বহুমুখী সমস্যা সার্থকভাবে মোকাবিলা করার জন্য এ শাখার উদ্ভব হয়েছে। তাই বলা যায়, রিনা সমাজকর্মে উচ্চশিক্ষা অর্জন করছে। আর উপরে আলোচিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে সমাজকর্ম কাজ করে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় অর্থাৎ সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সেবাকর্ম হিসেবে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, নীতিমালা, মূল্যবোধের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করে। বিশেষত বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উদ্দীপকের রিনা এমন একটি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে যা আধুনিক জটিল শিল্প সমাজের বহুমুখী সমস্যাগুলো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, নীতিমালা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাধান করে থাকে। অর্থাৎ রিনার বিষয়টি হলো সমাজকর্ম যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত উপযোগী।

https://teachingbd24.com

বাংলাদেশের অস্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। যে কারণে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, বেকারত্ব, অপরাধ প্রবণতা, সন্ত্রাস ইত্যাদির মতো সামাজিক সমস্যা প্রতিনিয়ত দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের বিকল্প নেই। এছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, প্রয়োজন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। একইসাথে সমাজকর্মে নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতা অর্জনকে উৎসাহিত করা হয়। তাই বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে সমাজকর্মের নীতি, পদ্ধতি ও কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামগ্রিক আলোচনায় তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সীমিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার এবং মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব আলীম মানুষের সাহায্যে সর্বদা এগিয়ে আসেন। সাহায্যের সময় তিনি দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিকের প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১; সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ১; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ১; জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১]

ক. COS এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আলীম সমাজকর্মের কোন বৈশিষ্ট্যটি অনুশীলন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আলীমের কার্যক্রম সমাজকর্মের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS এর পূর্ণরূপ Charity Organization Society।

খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সাহায্য প্রদান করে বলে সমাজকর্মকে সাহায্যকারী পেশা বলা হয়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। পেশাগত কাঠামোর মধ্যে থেকে সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে এরূপ সহায়তা দিয়ে থাকে। এজন্যই এটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে পরিচিত।

গ জনাব আলীম সর্বদা মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার মাধ্যমে সমাজকর্মের 'সাহায্যকারী কার্যক্রম' বৈশিষ্ট্যটি অনুশীলন করেন।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্মও কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 'সাহায্যকারী কার্যক্রম' এর অন্যতম প্রধান ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে সাহায্যকারী কার্যক্রম পরিচালনাই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য।

জনাব আলীমের একটি অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো তিনি মানুষের সাহায্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। মূলত সমাজকর্ম সমাজের অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করে; যাতে তারা নিজেদের সম্পদ ও সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়। এর ফলে তারা সামাজিক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে সমাজকর্মে সাহায্য বলতে আর্থিক বা নগদ কোনো কিছু প্রদান নয়, ব্যক্তি বা দলকে কর্মপ্রচেষ্টার উন্নয়নে সক্ষম করা বোঝায়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মের সাহায্যকারী কার্যক্রমের এ দিকটিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ জনাব আলীমের কার্যক্রম সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্মের সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

মানবসেবা প্রদানকারী বিভিন্ন হিসেবে সমাজকর্মে বহুমুখী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি অনুশীলন করা হয়। মূলত সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো সমাজজীবন থেকে সকল জটিল সমস্যা দূর করে পরিকল্পিত উপায়ে কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব আলীম সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে সাহায্যের সময় দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিকের প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে কাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে সমাজকর্মে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে জনাব আলীমের ভূমিকা একজন সমাজকর্মীর অনুরূপ। একজন সমাজকর্মী তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির পারিপার্শ্বিক সকল বিষয় বিবেচনায় নেন। আর এভাবে পরিপূর্ণ সহায়তা প্রদানই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সাহায্যার্থীকে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদানে সমাজকর্ম সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজ করে।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, জনাব আলীম তার কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶৫ অনেকগুলো পাঠ্য বিষয় নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ গঠিত। সব পাঠ্য বিষয়ই তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও সাহায্যকারী পেশা নয়। তবে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের এমন একটি পঠিত বিষয় আছে যেটি তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক এবং উন্নত দেশগুলোতে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশেও বিষয়টি পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সাথে সচেতনতা সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। *[রা. বো.; ব. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. 'Industry' শব্দটি কোন শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে? ১

খ. বহুমুখী সমস্যার সমাধান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সামাজিক অনুষদের কোন বিষয়ের ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভূমিকা পালনের মধ্যেই কি বিষয়টি সীমাবদ্ধ? তোমার মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক "Industry" শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Industria' থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

খ বহুমুখী সমস্যার সমাধান বলতে সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য সমাজের নানা ধরনের সমস্যা দূরীকরণের বিষয়কে বোঝায়।

সমাজকর্ম একটি মানব উন্নয়নমূলক পেশা। সমাজের মানুষের নানা ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য এটি বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। শহর সমাজসেবা, গ্রামীণ সমাজসেবা, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, হাসপাতাল সমাজকর্ম, মনোচিকিৎসা সমাজকর্ম, শিশুকল্যাণ প্রভৃতি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ সকল কর্মসূচি সমাজের সৃষ্ট নানা সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্যতম প্রায়োগিক শাখা সমাজকর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। মূলত সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজকর্ম সমাজ এবং মানুষের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখার কথা বলা হয়েছে যেটি তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক এবং উন্নত দেশগুলোতে পেশা হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশেও বিষয়টি পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য অনুসারে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সাথে সচেতনতা সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। বিষয়টির এসকল বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মকেই নির্দেশ করে। সমাজকর্মের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর এমন একটি সাহায্যকারী পেশা যা সমাজস্থ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সহায়তা করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি সমাজকর্মের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজকর্মের ভূমিকা পালনের বিষয়টির মধ্য দিয়ে সমাজকর্মের গুরুত্বের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

সমাজকর্ম একটি প্রায়োগিক সামাজিক বিজ্ঞান। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করে। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ করাই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে। আর এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

উদ্দীপকে সমাজকর্মকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাজের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রতিকার, প্রতিরোধ, চেতনতা সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই সমাজকর্মের কর্মপদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করা হয় এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন— দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি মোকাবিলায় সমাজকর্ম প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। পাশাপাশি এটি সকল স্তরের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য চাহিদাভিত্তিক সেবা কার্যক্রমও পরিচালনা করে। এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সভা-সমিতি, আলোচনা সভা এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মের উপর্যুক্ত ভূমিকাই সরলীকরণের মাধ্যমে এক বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সমাজকর্ম এ ভূমিকা পালনে ব্যাপক কর্মক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶৬ ফাতেমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করছে যে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা ও সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধভিত্তিক এমন একটি পেশা যা কতগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান দিতে সক্ষম। *[সকল বোর্ড '১৬ | প্রশ্ন নং ১; বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ৯; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. পদ্ধতি কী? ১

খ. পেশা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ফাতেমা সামাজিক বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফাতেমার অধ্যয়নকৃত বিষয়টির জ্ঞান সামাজিক সমস্যা সমাধানে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদ্ধতি হলো কোনো বিশেষ কাজ সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে সম্পাদনের সুশৃঙ্খল উপায়।

খ পেশা বলতে জীবিকা নির্বাহের বিশেষ পন্থাকে বোঝায়, যেখানে নির্দিষ্ট বিষয় বা ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান যথাযথ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে প্রয়োগ করতে হয়।

একটি পূর্ণাঙ্গ পেশায় জ্ঞান, জ্ঞান প্রয়োগের মনোবৃত্তি, দক্ষতা ও অনুশীলন এই চারটি উপাদান থাকে। পেশা সাধারণত জনকল্যাণমুখী হয়। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক স্বীকৃতি বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকে ফাতেমা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত সমাজকর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করছে।

সমাজকর্ম হলো সমস্যা সমাধানের আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেবামূলক একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে সমাজের মানুষের সমস্যা সমাধান করে তাদেরকে সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এটি বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে স্বীকৃত।

উদ্দীপকে ফাতেমার অধ্যয়নকৃত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য হিসেবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা ও সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধভিত্তিক পেশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পেশার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান করা হয়। এ থেকে বোঝা যায়, বিষয়টি সমাজকর্ম। কারণ সমাজকর্মের প্রকৃতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উক্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে সমাজকর্মে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রয়েছে। সেই সাথে অর্জিত জ্ঞান দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে বাস্তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রও রয়েছে। আর এই ক্ষেত্রই হলো উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা। তাই একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে সমাজকর্ম মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক নীতিমালার সমন্বয় ঘটিয়ে সমাজের নানা সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকর সমাধান করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি সমাজকর্মকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে ফাতেমা যে বিষয়ে পড়াশোনা করছে তা হলো সমাজকর্ম। এটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে সমস্যার কারণ উদঘাটন, বিশ্লেষণ ও সমাধানের উপায় চিহ্নিত করে ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সমাজকর্মের দায়িত্ব। আর এজন্য সমাজকর্মে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানোর পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়।

যেকোনো সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সুষ্ঠু নীতিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে সাহায্য করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ লক্ষ্যে সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্ম তার মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান প্রদান করে থাকে। কেননা, সমাজকর্মের মূলনীতিই হলো ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা। এজন্য সমাজকর্মে গবেষণাভিত্তিক প্রায়োগিক জ্ঞান বিশেষ গুরুত্ব পায়, যা সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়। উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্ম বিষয়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবেও কতকগুলো পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার সমাধান প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও নীতিমালার প্রয়োগ ঘটায়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ লিজা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করছে যে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা ও সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ভিত্তিক এমন একটি পেশা যা কতকগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান দিতে সক্ষম।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্ম কী? ১

খ. সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটেছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে লিজা সামাজিক বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে লিজার অধ্যয়নকৃত বিষয়টির জ্ঞান সামাজিক সমস্যা সমাধানে কীভাবে ভূমিকা রাখছে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা, সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও উন্নয়নে সহায়তা করে।

খ শিল্পবিপ্লব পরবর্তী আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমাজে বসবাসরত মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দেয়। স্বাভাবিকভাবেই, সামাজিক সম্পর্কের এ গতিশীল পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে মানুষ ব্যর্থ হয়। ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের অসংগতি ও সমস্যা। এসব অসংগতি দূরীকরণ এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে মানুষকে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলার জন্যই সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে।

গ উদ্দীপকে লিজা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত সমাজকর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করছে।

সমাজকর্ম হলো সমস্যা সমাধানের আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেবামূলক একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে সমাজের মানুষের সমস্যা সমাধান করে তাদেরকে সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এটি বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে স্বীকৃত।

উদ্দীপকে লিজার অধ্যয়নকৃত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য হিসেবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা ও সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধভিত্তিক পেশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পেশার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান করা হয়। এ থেকে বোঝা যায়, বিষয়টি সমাজকর্ম। কারণ সমাজকর্মের প্রকৃতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উক্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে সমাজকর্মে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রয়েছে। সেই সাথে অর্জিত জ্ঞান দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে বাস্তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রও রয়েছে। আর এই ক্ষেত্রই হলো উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা। তাই একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে সমাজকর্ম মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক নীতিমালার সমন্বয় ঘটিয়ে সমাজের নানা সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকর সমাধান করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি সমাজকর্মকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে লিজা যে বিষয়ে পড়াশোনা করছে তা হলো সমাজকর্ম। এটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে সমস্যার কারণ উদঘাটন, বিশ্লেষণ ও সমাধানের উপায় চিহ্নিত করে ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সমাজকর্মের দায়িত্ব। আর এজন্য সমাজকর্মে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানোর পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়।

যেকোনো সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সুষ্ঠু নীতিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে সাহায্য করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ লক্ষ্যে সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্ম তার মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান প্রদান করে থাকে। কেননা, সমাজকর্মের মূলনীতিই হলো ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা। এজন্য সমাজকর্মে গবেষণাভিত্তিক প্রায়োগিক জ্ঞান বিশেষ গুরুত্ব পায়, যা সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়। উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্ম বিষয়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবেও কতকগুলো পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার সমাধান প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও নীতিমালার প্রয়োগ ঘটায়।

প্রশ্ন ▶ ৮ মি. সাইমন একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। তাঁর সংস্থাটি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু, মানসিক প্রতিবন্ধী, জনসংখ্যা হ্রাস ও অপরাধপ্রবণ শিশুদের উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করে। সংস্থাটি দীর্ঘদিন যাবৎ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন, সম্পদের সদ্ব্যবহারসহ আর্থ-সামাজিক ও মনো-দৈহিক সমস্যা দূরীকরণে অবদান রেখে যাচ্ছে।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. CSWE -এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সমাজকর্মের ধারণা দাও। ২

গ. অনুচ্ছেদে সমাজকর্মের যেসব পরিধির উল্লেখ রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সমাজকর্মের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CSWE -এর পূর্ণরূপ Council on Social Work Education.

খ সমাজকর্ম বলতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশাকে বোঝায়।

সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্ম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। এটি সুসংগঠিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এর মূল লক্ষ্য সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা। সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে মানুষকে সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ ও প্রতিকার কর্মসূচি, স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আইন প্রণয়ন, সমাজ কল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ পরিধি নির্দেশ করা হয়েছে।

সমাজকর্মের পরিধি বলতে মূলত এর ব্যবহারিক দিকের প্রয়োগ উপযোগিতাকে বোঝায়। সমাজে সৃষ্ট সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার করতে সমাজকর্ম কাজ করে। সমাজজীবনে সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা হ্রাস ও দক্ষমানব-সম্পদ সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমাজকর্ম কাজ করে। বিভিন্ন ধরণের কুপ্রথা, অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি, অপরাধ প্রবণতা, কিশোর অপরাধ দমনে সামাজিক আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত।

উদ্দীপকে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু, অধিক জনসংখ্যা, কিশোর অপরাধ প্রবণতা সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে। সামাজিক সমস্যা প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য সমাজকর্ম বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা করে। মানসিক প্রতিবন্ধী ও মনোদৈহিক সমস্যা দূরীকরণে স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। এছাড়া জনসংখ্যা হ্রাস, কিশোর উন্নয়ন, শিশুদের উন্নয়ন, পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করা সমাজকর্মের আওতাভুক্ত।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও মনো-দৈহিক প্রেক্ষিতে সমস্যার সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সেবাকর্ম হিসেবে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, নীতিমালা, মূল্যবোধের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করে। বিশেষত বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উদ্দীপকের মি. সাইমন একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, যেটি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান, পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক ও মনো-দৈহিক সমস্যা দূরীকরণে কাজ করে। যেটি সমাজকর্ম পেশাকে নির্দেশ করে। অস্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। যে কারণে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, বেকারত্ব, অপরাধ প্রবণতা, সন্ত্রাস ইত্যাদির মতো সামাজিক সমস্যা প্রতিনিয়ত দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের বিকল্প নেই। এছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, প্রয়োজন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়।

সামগ্রিক আলোচনায় তাই বলা যায়, সীমিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং মনো-দৈহিক সমস্যার সমাধান করে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের সক্ষম করে তুলতে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৯ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে মাদকাসক্তি, কিশোর অপরাধসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। অনাকাঙ্ক্ষিত খুন আত্মহত্যার মতো ঘটনাও সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। *[জাজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. উদীয়মান পেশা কোনটি? ১

খ. সমাজকর্মকে অনুশীলন ধর্মী পেশা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকটি সমাজকর্মের কোনটিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটির শেষোক্ত মন্তব্যটি তুমি কি সমর্থন কর? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদীয়মান পেশা হলো সমাজকর্ম।

খ সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সরাসরি করা হয় বলে সমাজকর্মকে অনুশীলনধর্মী পেশা বলা হয়।

সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা। বিশেষ তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর পেশা নীতি, কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে কার্যকরী উপায় অনুসন্ধান। একারণেই সমাজকর্ম অনুশীলনধর্মী পেশা হিসেবে স্বীকৃত।

গ উদ্দীপকটি সমাজকর্মের পরিধিকে ইঙ্গিত করে।

সমাজকর্মের পরিধি বলতে মূলত এর ব্যবহারিক দিকের প্রয়োগক্ষেত্রকে বোঝানো হয়। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সমস্যার প্রায় সবদিক সমাজকর্মের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজ কাঠামোতে গৃহীত পরিকল্পিত ও গঠনমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও সমাজকর্মের আলোচ্য বিষয়। আধুনিক সমাজকর্ম সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়। এ কারণে বিভিন্ন অপরাধ সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ড সমাজকর্মের পরিধির আওতাভুক্ত। এছাড়া রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনার আওতায় পরিচালিত জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সমাজকর্মের বৃহত্তর পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন- মাদকাসক্তি, কিশোর অপরাধ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এসব সমস্যার কার্যকর সমাধান সমাজকর্মের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি সমাজকর্মের পরিধিকে নির্দেশ করছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজের বহুমুখী ও জটিল সমস্যার প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সংশোধনে পেশাদার সমাজকর্মীর প্রয়োজন রয়েছে। আর এ পেশাদার সমাজকর্মী সৃষ্টিতে সমাজকর্মের জ্ঞান অপরিহার্য।

আধুনিক সমাজের সমস্যাগুলো বহুমুখী ও জটিল প্রকৃতির। এসব সমস্যার উৎস, কারণ, প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধানে সমাজকর্মের জ্ঞান অপরিহার্য। এছাড়া সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজন। সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেয়। এক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবীয় সকল প্রকার সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে সমাজকর্মের জ্ঞান অপরিহার্য। সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যক্তি ও দলকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষভাবে সহায়তা করে। যে কোনো দেশের সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, অসচেতনতা। সমাজকর্ম এসব কুসংস্কার ও কুপ্রথার প্রকৃতি, কারণ ও সমাধানের কৌশল নিয়ে আলোচনা করে। সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির কল্যাণে সমাজে বিভিন্ন কর্মসূচি। এ ধরনের কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনার জন্য সমাজকর্মের শিক্ষা প্রয়োজন। এছাড়া বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, আধুনিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজকর্মের অবদান অনস্বীকার্য। তাই সমাজ ও মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সমাজকর্ম শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ১০ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র শফিক। পঠিত বিষয়গুলো মধ্যে সমাজকর্ম বিষয় তার ভাল লাগে। কারণ সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর একটি সক্ষমকারী পেশা। বিজ্ঞান, কলা ও পেশার সমন্বয়ে সম্পদসমূহ কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধান করে থাকে। ব্যক্তিকে পরিবর্তন ও সামঞ্জস্যবিধান করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম করে তোলে। সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধে দিন দিন সমাজকর্মের শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে। শফিক সমাজকর্মের উপর উচ্চ শিক্ষা নিতে চায়। *[বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. Introduction to Social Welfare-গ্রন্থটির লেখক কে? ১

খ. সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী পেশা —বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন কোন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় শফিক সমাজকর্মের উপর উচ্চ শিক্ষা নিতে চায়" —বক্তব্যটিতে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Introduction to Social Welfare-গ্রন্থটির লেখক হলেন ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার।

খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সহায়তার মাধ্যমে তাদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলে বলে সমাজকর্মকে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া বলা হয়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এজন্যই এটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিত।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের যেসব বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো— বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা, সমন্বিত রূপ, মৌলিক পদ্ধতি এবং সক্ষমকারী পেশা।

অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্ম পেশার বিশেষ জ্ঞানভাণ্ডার, নীতি ও মূল্যবোধ রয়েছে। এ পেশায় ব্যবহৃত সমাজকর্ম গবেষণা পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এছাড়া এ পেশায় সেবাকর্ম সম্পাদনের জন্য অর্জিত জ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে হয়। সমাজকর্ম পেশা কলা, বিজ্ঞান ও পেশার সমন্বিত রূপ। এটি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সম্পদসমূহ কাজে লাগিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করে। সমাজকর্ম তিনটি মৌলিক পদ্ধতি যথা- ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সমাজকর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির উন্নয়নে কাজ করে। এছাড়া সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী পেশা। এটি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে এমনভাবে সহায়তা করে যাতে তারা নিজেদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও দলকে নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টা দিয়ে আত্মোন্নয়নে সক্ষম করে তোলা হয়।

উদ্দীপকে সমাজকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর একটি সক্ষমকারী পেশা। বিজ্ঞান, কলা ও পেশার সমন্বয়ে নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধান করে। ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে সক্ষম করে তোলে। উদ্দীপকের এ ধরনের বর্ণনার মধ্যে সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা, সমন্বিত রূপ, মৌলিক পদ্ধতি এবং সক্ষমকারী পেশা এ বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় উদ্দীপকে বর্ণিত শফিক সমাজকর্মের উপর উচ্চ শিক্ষা নিতে চায়।

বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সাহায্যকারী এবং সমন্বয়ধর্মী অনুশীলনের বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল মনো-সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। সমাজকর্ম মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত বিভিন্ন সমস্যা, তাদের উৎস, প্রকৃতি, কারণ, বিস্তৃতি, প্রভাব প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করে। পাশাপাশি মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এটি সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান দেয়। তাই সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত উপায় হিসেবে সমাজকর্মের গুরুত্ব সারা বিশ্বে স্বীকৃত।

যেকোনো উন্নয়ন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে জনগণকে তাদের সমস্যা, সম্পদ এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সমাজকর্মীরা আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন, বুকলেট, ম্যাগাজিন প্রকাশ এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের দ্বারা সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এছাড়া সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। সমাজকর্ম মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধেও এর অবদান অনন্য। উদ্দীপকেও সমাজকর্মের এরূপ গুরুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে।

সমাজকর্মের উল্লিখিত গুরুত্বের প্রেক্ষিতে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণেই শফিক সমাজকর্মের উপর উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে চায়।

প্রশ্ন ▶ ১১ মি. বার্টল্যান্ড ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন তাতে বোঝা গেল বিষয়টি পদ্ধতিগত সমাধান প্রক্রিয়া, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ, সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশা, কর্মী-সাহায্যার্থী সম্পর্ক বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তিনি বললেন, "এটা হলো এমন কতগুলো উপাদানের সম্পর্ক, যাদের সমবেত অবদান এ বিষয়টিকে অন্যান্য যেকোনো পেশা হতে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।"

[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. কে সমাজকর্মকে কলা, বিজ্ঞান ও পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন? ১

খ. সমাজকর্ম শিক্ষার কয়টি অংশ ও কী কী? ২

গ. মি. বার্টল্যান্ড কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলে? উদ্দীপক আজিকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "এটা হলো এমন কতগুলো উপাদানের সম্পর্ক, যাদের সমবেতন অবদান এ বিষয়টিকে অন্যান্য যেকোনো পেশা হতে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে"- উক্তিটি উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রেক্স এ. স্কিডমোর ও মিল্টন জি. থ্যাকারি সমাজকর্মকে কলা বিজ্ঞান ও পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

খ সমাজকর্ম শিক্ষার ৩টি অংশ রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সমাজকর্ম শিক্ষার এই শ্রেণি বিভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমটি হলো তত্ত্বীয় জ্ঞান। দ্বিতীয়টি হলো অনুকল্প নির্ভর জ্ঞান যা পরবর্তীতে তাত্ত্বিক জ্ঞানে পরিণত হয়। তৃতীয়টি হলো অনুমান নির্ভর জ্ঞান এ জ্ঞান প্রথমে অনুকল্প নির্ভর জ্ঞান এবং পরে তাত্ত্বিক জ্ঞানে পরিণত হয়।

গ মি. বার্টল্যান্ড সমাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা। এটি বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল, সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও সাহায্যার্থীর মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা হয়। সমাজকর্ম সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিক এমনভাবে সাহায্য করে যাতে তারা নিজ ক্ষমতা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হয়। এজন্য সমাজকর্মকে সক্ষমকারী পেশাও বলা হয়। উদ্দীপকে এ বিষয়টিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের মি. বার্টল্যান্ড এমন একটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যা পদ্ধতিগত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ, সাহায্য ও সক্ষমকারী পেশা, কর্মী-সাহায্যার্থী সম্পর্ক বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করে। মি. বার্টল্যান্ডের আলোচিত এই বিষয়টি উপরে বর্ণিত সমাজকর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মি. বার্টল্যান্ড সমাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।

ঘ সমাজকর্ম পেশা এমন কতগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যা এটিকে অন্য যেকোনো পেশা হতে আলাদা মর্যাদা দান করেছে।

অন্যান্য পেশার মতো আধুনিক বিশ্বে সমাজকর্ম একটি স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে সমাদৃত। তবে মানবকল্যাণমুখী পেশা হিসেবে আর দশটি পেশা থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা, সমাজকর্মই একমাত্র পেশা যা সমাজে বসবাসরত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত, দলীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করে। এর পাশাপাশি সাহায্যার্থীকে প্রত্যক্ষভাবে স্বাবলম্বী বা আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। এটি একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ নির্দেশিত পেশা। এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো একমাত্র এই পেশাটিই সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আবার, অন্যান্য পেশা যেখানে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক প্রয়োজন ও সমস্যার ওপর গুরুত্বারোপ করে সেখানে সমাজকর্ম মানুষের ঐ সকল দিকসহ মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধান ও সমাজে সুষ্ঠুভাবে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের মি. বার্টল্যান্ড ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি বিষয় সম্পর্কে বলেন, এটি পদ্ধতিগত সমাধান প্রক্রিয়া, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশা এবং এটি কর্মী-সাহায্যার্থী সম্পর্ক বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এতে বোঝা যায় পেশাটি হলো সমাজকর্ম পেশা যার উপরে বর্ণিত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, কিছু স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজকর্ম পেশাকে অন্যান্য পেশা থেকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১২ মোহন একটি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থায় কর্মরত। তার সংস্থাটি গ্রামীণ ভূমিহীনদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়। নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। আবার নারী ও শিশু নির্যাতনের কারণ অনুসন্ধান করে তা মোকাবিলার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত থাকে। *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ২]*

ক. সক্ষমকারী প্রক্রিয়া কী? ১

খ. পেশাদার সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত যেসব কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে-তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'মোহনের সংস্থার কাজের মাধ্যমে সমাজকর্মের পরিধির সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে'-উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমস্যা মোকাবিলায় দক্ষ করে তোলার প্রক্রিয়াকে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া বলা হয়।

খ সামাজিক সমস্যা সমাধানে একজন পেশাদার সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত জাতীয় সমাজকর্ম সংঘের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে পেশাদার সমাজকর্মীদের তিনটি মৌলিক ভূমিকা পালনের কথা বলা হয়। মানবিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা এর অন্যতম। এছাড়া সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞানের বাস্তবায়ন এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সব স্তরের মানুষের উন্নয়ন সাধনের জন্য সম্পদের সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করাও পেশাদার সমাজকর্মীর ভূমিকার মধ্যে পড়ে।

গ উদ্দীপকের মোহনের উন্নয়নমূলক সংস্থা গ্রামের ভূমিহীন জনগণকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালায়। এই কার্যক্রমগুলো সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত।

সমাজের সকল শ্রেণির সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে। সেইসাথে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের চেষ্টা চালায়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ গ্রামে বাস করে। তাই এদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সমাজকর্ম গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালনা করে।

সমাজকর্ম তার নিজ পরিধির আওতায় দরিদ্র শ্রেণির জন্য বৃত্তিমূলক ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মের ব্যবস্থা করে। এর পাশাপাশি সমস্যা মোকাবিলায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এছাড়া ভবিষ্যৎ বিপর্যয় মোকাবিলা করার লক্ষ্যে দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করে থাকে সমাজকর্ম। উদ্দীপকে মোহনের সংগঠনের কাজে এসবেরই প্রতিফলন পাওয়া যায়।

ঘ 'মোহনের সংস্থার কাজের মাধ্যমে সমাজকর্মের পরিধির সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে'-উক্তিটি বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোহন যেখানে কাজ করেন তা একটি উন্নয়নমূলক সংস্থা। এটি সমাজকর্মের পরিধির একটি দিক অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজসেবা ও সামাজিক কার্যক্রম নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু সমাজকর্মের পরিধি আরও অনেক ব্যাপক।

সমাজকর্ম মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, প্রবীণদের সমস্যা প্রভৃতির মতো মৌলিক সমস্যা নিয়ে কাজ করে। তবে পাশাপাশি স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন অন্যান্য সমস্যা মোকাবিলাতেও এটি ভূমিকা রাখে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে সমাজকর্ম। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা (যেমন- নারী নির্যাতন, কিশোর অপরাধ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি) মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনাও সমাজকর্মের আওতায় পড়ে। সুতরাং উদ্দীপকে মোহনের সংস্থার যে সমস্ত কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সমাজকর্মের পরিধির সামান্য অংশকেই তুলে ধরে।

উদ্দীপকের উন্নয়নমূলক সংস্থাটি গ্রামীণ ভূমিহীন মানুষকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়, যা সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত গ্রামীণ সমাজসেবার মধ্যে পড়ে আবার নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, মোকাবিলা ও এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সংস্থাটি কাজ করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, প্রবীণ সমস্যার মতো কার্যক্রম নিয়েও কাজ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, মোহনের সংস্থার কাজগুলো সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত হলেও তা এর সামগ্রিক রূপ নয়। বরং সংস্থাটির কাজের মধ্যে সমাজকর্মের ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিধির খুব সামান্য অংশই প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব রেজাউল করিম একটি বেসরকারি সংস্থায় সেবা প্রদান করেন। সংস্থাটি বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে। রেজাউল করিম সমস্যাগ্রস্তকে তার সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করে এমনভাবে সমস্যা সমাধান করে থাকে যাতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেই নিজের সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্ম কী? ১

খ. সমাজকর্ম পেশার লক্ষ্য কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব রেজাউল করিমের পেশার বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন? বিস্তারিত আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব রেজাউল করিমের পেশার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হচ্ছে সমস্যা সমাধানের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেবামূলক প্রক্রিয়া।

খ সমাজকর্ম পেশায় লক্ষ্য হলো সমাজজীবনের জটিল সমস্যা দূর করে কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সমাজকর্ম সমাজের সব মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। এছাড়া মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সমাজকর্ম বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। জনগণের মধ্যে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজকর্ম কাজ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রেজাউল করিমের পেশাটি হচ্ছে সমাজকর্ম।

সমাজকর্ম আধুনিক বিশ্বে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মকে অন্যান্য পেশা থেকে আলাদা সত্তা দান করেছে।

সমাজকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর সেবাকর্ম অর্থাৎ সেবাদান করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে অবশ্যই সমাজকর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। সমাজকর্ম পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বাসী। এজন্য সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থী উভয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেবাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। এ লক্ষ্যে সমাজকর্ম প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়ন এ তিনটি ভূমিকায় সেবাদান করে থাকে। সমাজকর্ম পেশার নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক নীতিমালা রয়েছে। যেগুলো প্রত্যেক সমাজকর্মীকে মেনে চলতে

https://teachingbd24.com

হয়। আধুনিক সমাজকর্ম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবাদান ও কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সেবাদান বা সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্ম তার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে থাকে। সমাজকর্ম অনুশীলন সমাজকর্মীর সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে বহু বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রেজাউল করিম যে বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন সেটি বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। তারা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমনভাবে সহায়তা করেন যাতে সে নিজেই তার সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে ওঠে। সংস্থাটির এসব বৈশিষ্ট্য সমাজকর্ম পেশাকেই নির্দেশ করে।

ঘ জনাব রেজাউল করিমের পেশাটি হচ্ছে সমাজকর্ম আধুনিক সমাজের নানা জটিল সমস্যার সমাধান এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণে সমাজকর্ম পেশার প্রয়োজনীয়তা আছে।

সমাজকর্ম সমাজের সব শ্রেণির মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টি সমস্যাসহ নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশল উদ্ভাবন করে সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান করতে সচেষ্ট হয়। এছাড়া সমাজকর্ম সকল স্তরের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য চাহিদাভিত্তিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমাজকর্ম মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন ও জীবন মানের উন্নয়ন সাপেক্ষে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। সুষ্ঠু সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা ছাড়া সামাজিক জীবনের সার্বিক কল্যাণ অসম্ভব। সমাজকর্ম সমাজ বা রাষ্ট্রের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বাস্তব ভিত্তিক সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন করে। সমাজকর্ম সমাজে বিরাজমান সমস্যাগুলো দূর করে কাঙ্ক্ষিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্তই হলো সামাজিক সচেতনতা। মানুষ যদি সচেতন থাকে তবে পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারে। সমাজকর্ম মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সমস্যামুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সব মানুষেরই স্বনির্ভরতা অর্জন অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে সমাজকর্ম নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য সমাজকর্ম পেশার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রত্না রাজশাহী বিদ্যালয়ের এমনটি একটি বিষয় নিয়ে পড়ছে যা মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর একটি পেশা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। পেশাটি বয়সে নবীন। পেশাটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে, মানব সম্পদ উন্নয়নে সামাজিক সমস্যার সমাধানে, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে ব্যবহার হয়ে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই পেশার প্রয়োজনীয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্মের সবেচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি কে প্রদান করেছেন? ১

খ. সমাজকর্মের ২টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখপূর্বক সংক্ষেপে আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের রত্না কোন বিষয়টি নিয়ে পড়ছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত লাইনটি ব্যাখ্যা কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার।

খ সমাজকর্মের দুইটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন এবং জনকল্যাণ।

আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকসহ বহুমুখী সমস্যার কারণে মানুষ নিজ নিজ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে তার উন্নয়ন সাধন করে। নানা পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে সমাজকর্ম মূলত জনকল্যাণে কাজ করে। আর্তপীড়িতের সহায়তা চিকিৎসা সেবা, অপরাধী সেবা, মাদকাসক্তি সেবা সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

গ উদ্দীপকের রত্না সমাজকর্ম নিয়ে পড়াশোনা করছে।

সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণে সাহায্য করা। সমাজকর্ম প্রতিটি মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে তারা ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগতভাবে সকল ধরনের কল্যাণের অধিকারী হতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সকলকে সহায়তা করার মাধ্যমে ভূমিকা পালন ক্ষমতা উন্নয়নে সমাজকর্ম সাহায্য করে। যার ফলে পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সাথে সমাজের সকল মানুষের সামঞ্জস্য বিধান ঘটে। এ উদ্দেশ্যেরই প্রতিফলন উদ্দীপকে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের রত্নার পাঠ্যবিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বর্তমান বিশ্বে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের পাশাপাশি সমস্যা সমাধানে মানুষকে সক্ষম করে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য, যা সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন। এছাড়াও সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ায় সহায়তা করা। সার্বিকভাবে সমাজকর্ম উদ্দেশ্যগতভাবে সমাজজীবনের জটিল সমস্যা দূর করে পরিকল্পিত উপায়ে কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে যা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমাজকর্ম বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমাজকর্ম মূলত সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞান। আধুনিক সমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যা সম্পর্কে জানা, বোঝা এবং সেগুলোর সমাধান, প্রতিরোধ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানুষের চাহিদা অসীম কিন্তু চাহিদার তুলনায় সম্পদ সীমিত। এক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবীয় সকল প্রকার সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে সমাজকর্মের জ্ঞান বিশেষভাবে উপযোগী।

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন কুপ্রথা, কুসংস্কার, এগুলোর কারণ, প্রকৃতি এবং সমাধান কৌশল সম্পর্কে সমাজকর্ম আমাদের ধারণা দেয়। এছাড়া বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্রঋণের কার্যকর ব্যবহার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার, অপরাধ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ কার্যকর ফল বয়ে আনে। এছাড়া দিবাযত্ন কেন্দ্র, বেবিহোম, পরিবারকল্যাণ, নারীকল্যাণ প্রভৃতি কর্মসূচিগুলো সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, আধুনিক সভ্যতার বিকাশ ও ধারাবাহিকতায় সমাজকর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই সমাজ ও মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বাংলাদেশে সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৫ আব্দুল আজিজ একজন দরিদ্র কৃষক। তার নিজস্ব এক খণ্ড জমি আছে। সেখানে তিনি ফসল চাষ করেন। কিন্তু জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তিনি কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারেন না।

[ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সমাজকর্মকে কোন ধরনের বিজ্ঞান বলা হয়? ১

খ. সমাজের অসহায় মানুষকে সমাজকর্ম কেন সাহায্য করে? ২

গ. আব্দুল আজিজকে সমাজকর্মের জ্ঞান কীভাবে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আব্দুল আজিজের জ্ঞানের স্বল্পতা লাঘবই সমাজকর্মের ভাষায় ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো— তুমি কি এর সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মকে অনুশীলনধর্মী সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়।

খ অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং তাদেরকে উন্নয়নের স্রোতধারায় যুক্ত করতে সমাজকর্ম সাহায্য করে।

সমাজ বা রাষ্ট্রের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে এ পেশার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কেননা রাষ্ট্রের একটি বড় অংশ যদি নানামুখী সমস্যায় বিপর্যস্ত থাকে তবে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সমাজকর্ম নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য সাহায্য প্রক্রিয়া চালায়।

গ সমাজকর্ম আব্দুল আজিজকে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করার জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করে থাকে।

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সমস্যা সমাধান ও সাহায্যকারী প্রক্রিয়া। সমাজের সবশ্রেণির মানুষের ব্যক্তিগত দলীয় ও সমষ্টি সমস্যাসহ নানা সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্ম কাজ করে। পাশাপাশি সমাজকর্ম অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশে কৃষকরা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। ফলে তাদের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। উদ্দীপকের আব্দুল আজিজের ক্ষেত্রেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। সমাজকর্মী তাকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জানাবেন। এ সকল প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবেন। এছাড়া এই শিক্ষার প্রয়োগ করে আব্দুল আজিজ তার উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বাড়াতে পারবেন। এভাবে সমাজকর্মের জ্ঞান আব্দুল আজিজকে সহায়তা করবে।

ঘ আব্দুল আজিজের জ্ঞানের স্বল্পতা লাঘবই সমাজকর্মের ভাষায় ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো —আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

সমাজকর্ম মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারে। সমাজকর্ম মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে তাকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এর ফলে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটে এবং এভাবে সমাজের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

নিজস্ব মেধা, মননশীলতা, শ্রম, বুদ্ধি-বিবেচনা প্রভৃতিকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীব হিসেবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই হলো সক্ষমতা অর্জন। সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যের দান, অনুগ্রহ ও করুণার মাধ্যমে কখনোই ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা বা প্রতিভার বিকাশ ঘটে না। ফলে ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম মানুষকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকে আব্দুল আজিজ একজন কৃষক। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তিনি কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন না। এর ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান আব্দুল আজিজকে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। এই জ্ঞান তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এভাবে তিনি নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে ওঠেন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা মোকাবিলায় তাদেরকে সক্রিয় করে তোলে। এর ফলে সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে তারা উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ শারমিন তার গ্রামে অসুবিধাগ্রস্ত লোকদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাই তার সংগঠনের লক্ষ্য।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্ম প্রত্যয়টির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সমাজকর্ম কীভাবে মানুষকে সাহায্য করে? ২

গ. উদ্দীপকে শারমিনদের গ্রামে সমাজকর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শারমিনদের গড়ে তোলা সংগঠনের মধ্যে তোমার পঠিত পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে? শনাক্ত কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম প্রত্যয়টির ইংরেজি প্রতিশব্দ Social Work.

খ সমাজকর্ম নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে নিজের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। পেশাগত কাঠামোর মধ্যে থেকে সমাজকর্ম এভাবেই সমস্যা সমাধান মানুষকে সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকে শারমিনদের গ্রামে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্ম সমাজের সব শ্রেণির মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টি সমস্যাসহ নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য কাজ করে। এসব কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সমাজকর্ম বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশল উদ্ভাবন করে সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানে চেষ্টা চালায়। পাশাপাশি সমাজকর্ম সকল স্তরের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য চাহিদাভিত্তিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উদ্দীপকে শারমিন তার গ্রামে অসুবিধাগ্রস্ত লোকদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাই তার সংগঠনের লক্ষ্য। তার সংগঠনের এ উদ্দেশ্যটি সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কারণে শারমিনদের গ্রামে সমাজকর্মের গুরুত্ব রয়েছে। সমাজকর্মের প্রতিকার, প্রতিরোধ এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় তাদের গ্রামের সামাজিক সমস্যাসমূহ দূর করা সম্ভব। সমাজকর্ম জ্ঞানের প্রয়োগ করে শারমিনদের গ্রামের মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করা যাবে। এর জ্ঞান প্রয়োগ করে গ্রামের মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। তাই বলা যায়, শারমিনদের গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে সমাজকর্মের গুরুত্ব রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে শারমিনের গড়ে তোলা সংগঠনের মধ্যে সমাজকর্ম বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মানুষকে সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনে সক্ষম করে তোলার জন্যই সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটেছে। এর মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরের জনগণকে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলা। মূলত সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো সমাজজীবন থেকে যেকোনো জটিল সমস্যা দূর করে পরিকল্পিত উপায়ে কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক

https://teachingbd24.com

সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে সমাজকর্ম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সব মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। আধুনিক জটিল সমাজে জনগণকে সকল পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সাহায্য করে সমাজকর্ম। মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সমাজকর্ম বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে এটি নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। আবার, প্রতিটি ব্যক্তির রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে যা সুষ্ঠুভাবে পালন না করলে সমাজে ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। এ রকম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিকে তার সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে সমাজকর্ম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

উদ্দীপকে শারমিনের গড়ে তোলা সংগঠনটি অসুবিধাগ্রস্ত লোকদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম ও সক্রিয় করে তোলে। তার সংগঠনটির লক্ষ্য সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, শারমিনের গড়ে তোলা সংগঠন সমাজকর্মের উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মাদকাসক্তি একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। বাংলাদেশে এর ব্যাপক প্রকোপ লক্ষণীয়। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এর প্রেক্ষিতে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্ম কী ধরনের পেশা? ১

খ. 'পঞ্চদৈত্য' বলতে কী বোঝ? ২

গ. একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় না —ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজকর্মের ত্রিবিধ ভূমিকা মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের উন্নত জীবনমান বিধানে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে — বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা।

খ পঞ্চদৈত্য বলতে ১৯৪২ সালে পেশকৃত বিভারিজ রিপোর্টে উল্লিখিত পাঁচটি সমস্যা- অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতাকে বোঝায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলার লক্ষ্যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়াম বিভারিজ একটি সামাজিক নিরাপত্তা রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি পাঁচটি সমস্যা চিহ্নিত করেন। তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে এই পাঁচটি সমস্যা অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে রেখেছিল। এই সমস্যাগুলোই পঞ্চদৈত্য নামে পরিচিতি পায়।

গ একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে না।

নিয়মিত গ্রহণের ফলে ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে মাদকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে তার শরীরে ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, স্মৃতিশক্তি লোপ, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি নানা রোগের উপসর্গ দেখা যায়। এছাড়া দীর্ঘদিন মাদক গ্রহণের ফলে ব্যক্তি স্নায়ুবিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। যা তার কর্মক্ষমতা হ্রাস করে।

মাদকাসক্ত ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পরিবার ও সমাজ। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে সে পরিবার আর্থ-সামাজিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এছাড়া একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি সামাজিক রীতি মেনে চলতে পারে না। উদ্দীপকে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রে মাদকের নেতিবাচক প্রভাবের কথা উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণেই মাদকাসক্ত ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে তার সামাজিক ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়।

ঘ সমাজকর্মের ত্রিবিধ ভূমিকা মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে — বক্তব্যটি সম্পূর্ণ সঠিক।

ত্রিবিধ ভূমিকা বলতে একজন সমাজকর্মীর প্রতিকারমূলক, প্রতিরোধমূলক এবং উন্নয়নমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াকে বোঝায়। সাহায্যকারী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পেশা হিসেবে সমাজকর্ম তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালায়। প্রথমত প্রতিকারমূলক অর্থাৎ সমস্যার উৎপত্তি বা কারণ চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে সমস্যা পুনরায় সৃষ্টি হতে না পারে। অন্যদিকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হলো সমস্যাকে সরাসরি মোকাবিলা করা এবং সে অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করা। আর উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা হলো পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো। মাদকাসক্তি ব্যক্তিদের উন্নত জীবনমান বিধানে এ ভূমিকা একটি কার্যকর পদক্ষেপ।

মাদকাসক্ত সমস্যা প্রতিকারে পরিবারের ভূমিকা অন্যতম। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়া মাদকাসক্ত সমস্যা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন জনগণের সচেতনতা সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে। এজন্য বিভিন্ন সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে মাদকবিরোধী অনুষ্ঠান প্রচার, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও পথ নাটক ইত্যাদি মাধ্যমে জনগণকে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যায়। মাদকাসক্তি সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সংশোধনের জন্য হাসপাতালে বা সংশোধাগারে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণ সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। উদ্দীপকে মাদকাসক্ত সমস্যার ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে বিভিন্ন মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথাও উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে সমাজকর্মের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, সমাজ থেকে মাদকাসক্তি সমস্যা দূর করতে সমাজকর্মের ত্রিবিধ ভূমিকা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৮ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ দারিদ্র্য-হ্রাসকরণে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে সরকারী বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গবেষণা পরিচালনাসহ দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কত বছর মেয়াদী? ১

খ. সামাজিক নীতি কী? ২

গ. উদ্দীপকের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে একজন সমাজকর্মী কীভাবে সাহায্য করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর বহুমুখী ভূমিকা সহায়ক ভূমিকা পালন করে —বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রেক্ষিত পরিকল্পনা মেয়াদ ১০ থেকে ২০ বছর হতে পারে।

খ সামাজিক নীতি (Social Policy) হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক বিধান ও সংস্থা পরিচালনার মূলনীতি, কার্যপ্রক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের উপায় যা জনগণের সামাজিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সরকার বা এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান জনগণের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে সেগুলোকে সামাজিক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সর্বাধিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক নীতিগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন— শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ইত্যাদি।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে একজন সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

দারিদ্র্য একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এটি সমাজে আরো নানা সমস্যা সৃষ্টির পেছনে দায়ী। এ কারণে দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

উদ্দীপকে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দারিদ্র্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী কৃষির উন্নয়ন এবং শিল্পের বিকাশ ঘটানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অধিক জনসংখ্যা আমাদের দেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রেখে দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য সমাজকর্মী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করবেন। দারিদ্র্য হ্রাসকরণের অন্যতম উপায় হলো দেশের জনগণকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করবেন। এছাড়াও অবহেলিত; দরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একজন সমাজকর্মী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তাই বলা যায়, এসব কর্মসূচির মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী দারিদ্র্য হ্রাসকরণে ভূমিকা রাখবেন।

ঘ দারিদ্র্য দূরীকরণে সমাজকর্মীর বহুমুখী পদক্ষেপ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবিলা ছাড়া একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। এ জন্য প্রয়োজন যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ ও তার সঠিক বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রেই দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মী ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে যেসব উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে সমাজকর্মী সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলেন। কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করেন। সমাজকর্মীরা দারিদ্র্যের কারণ, ধরন ও প্রতিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। এর ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। দারিদ্র্যের অন্যতম মূল কারণ হলো অশিক্ষা। তাই নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা সুযোগ-সুবিধা এবং পর্যাপ্ত সেবা কার্যক্রমের বিস্তারের ক্ষেত্রে সমাজকর্মী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেন। দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সমাজকর্মী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

উদ্দীপকে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারি নীতি ও পরিকল্পনার গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা দারিদ্র্য দূরীকরণে গবেষণা পরিচালনাসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে একজন সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারেন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্মী দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমুখী ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন ▶ ১৯ প্রফেসর মো: মাহাদীন দ্বাদশ শ্রেণির নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজকর্ম পেশার উপর বক্তব্য দিচ্ছিলেন। রিমি তার পরিচয় দিতে গিয়ে তার বাবাকে সমাজকর্মী হিসেবে উল্লেখ করে। রিমির বাবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সমাজসেবায় নিয়োজিত। রিমির যুক্তি তার বাবা অসহায় ও দুস্থ মানুষের কল্যাণে এবং সমাজের উন্নয়নে দীর্ঘদিন কাজ করে যাচ্ছেন। সুতরাং তার বাবা একজন সমাজকর্মী।

[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্ম কী? ১

খ. ডব্লিউ ফ্রিডল্যান্ডারের প্রদত্ত সমাজকর্মের সংজ্ঞা দাও। ২

গ. সমাজকর্মের চারটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে সমাজকর্মের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা।

খ সমাজকর্মের ধারণা দিতে গিয়ে জার্মান আইনজ্ঞ ও শিক্ষক ডব্লিউ ফ্রিডল্যান্ডার বলেন, "সমাজকর্ম হলো মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক এমন এক পেশাদার সেবাকর্ম যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সন্তুষ্টি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এককভাবে বা দলীয়ভাবে ব্যক্তিকে সহায়তা করে।"

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত রয়েছে।

শিল্প বিপ্লবোত্তর আধুনিক সমাজের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের সুসংগঠিত প্রচেষ্টার ফল হিসেবে সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। সমাজে বসবাসরত অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সমাজকর্ম সহায়তা করে। যে কারণে একে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

শিল্পবিপ্লব পরবর্তী জটিল সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। এসব সমস্যা মোকাবিলা, পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান ও মানুষের সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্মের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একইসাথে সম্পদের অপচয় রোধ ও সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করাও সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এছাড়া ব্যক্তিকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে সমাজকর্ম কাজ করে। উদ্দীপকের প্রফেসর মো: মাহাদীন যে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিচ্ছিলেন সেটি সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি, নীতিমালা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে; যা সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মূলত আধুনিক শিল্প সমাজের বহুমুখী সমস্যা সার্থকভাবে মোকাবিলা করার জন্য এ শাখার উদ্ভব হয়েছে। তাই বলা যায় উপরে আলোচিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমাজকর্ম কাজ করে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় অর্থাৎ সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সেবাকর্ম হিসেবে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, নীতিমালা, মূল্যবোধের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করে। বিশেষত বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের অস্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। যে কারণে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, বেকারত্ব, অপরাধ প্রবণতা, সন্ত্রাস ইত্যাদির মতো সামাজিক সমস্যা প্রতিনিয়ত দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের বিকল্প নেই। এছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, প্রয়োজন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। একইসাথে সমাজকর্মে নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতা অর্জনকে উৎসাহিত করা হয়। তাই বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে সমাজকর্মের নীতি, পদ্ধতি ও কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামগ্রিক আলোচনায় তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সীমিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার এবং মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২০ গ্রামে স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে শহরে কাজের সন্ধানে আসে খালেক মিয়া। শহরে এসে তিনি নানা অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তিনি তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার পরিবারও তার খোঁজ খবর না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত। অভিভাবকত্বহীন অবস্থা এবং আর্থিক অসচ্ছলতার চাপে খালেক মিয়ার স্ত্রী ও সন্তান এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. যেকোনো উন্নয়ন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কীসের উপর নির্ভরশীল? ১

খ. পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. খালেক মিয়ার পরিবারের সমস্যা মোকাবিলায় কোন বিষয়টি ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শুধু খালেক মিয়া ও তার পরিবারের সমস্যার সমাধানই বিষয়টির পরিধির অন্তর্ভুক্ত— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেকোনো উন্নয়ন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল।

খ পরিবর্তনশীল বিশ্বে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ব্যাপক প্রভাবের ফলে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সবক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট পারিবারিক ভাঙন, সামাজিক সম্পর্কের শিথিলতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি সমাজকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করছে। পরিবর্তনশীল বিশ্বের এসব সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক ও প্রক্রিয়াভিত্তিক সেবা ব্যবস্থা হিসেবে সমাজকর্ম ভূমিকা পালন করছে।

গ উদ্দীপকের খালেক মিয়ার সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম বিষয়টি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা, যা সমাজে বসবাসকারী, ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নে সহায়তা করে। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন অবাঞ্ছিত সমস্যা দূর করে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেকারত্ব, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, নারী নির্যাতন প্রভৃতির মতো আর্থ-সামজিক সমস্যা নিরসন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমাজকর্ম উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উদ্দীপকের খালেক মিয়া কাজের সন্ধানে শহরে এলেও বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে তার পরিবার অভিভাকত্বহীনতা ও চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। সমাজকর্ম এ ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়া এবং পারিবারিক বন্ধন থেকে বিচ্যুত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য মৌলিক সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করে। এছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সমাজকল্যাণমূলক সেবা ও কার্যক্রমে সামাজিক নীতির বিকাশ ও উন্নয়নে সমাজকর্ম মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। উদ্দীপকের খালেক মিয়া খুঁজে বের করা অপরাধ সংশোধন, তার পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে সহায়তার জন্য সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্ম পেশা অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঘ না, শুধু খালেক মিয়ার অপরাধ সংশোধনের ব্যবস্থা পারিবারিক বন্ধন পুনরুদ্ধার ও অর্থনৈতিক সংকট মুক্তির জন্য পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানই সমাজকর্মের পরিধি নয়।

সমাজকর্মের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। সমাজে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সমাজ, মূল্যবোধ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রামীণ ও শহরে সমাজসেবা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, দক্ষকর্মী তৈরী ও উন্নয়ন, সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আইন প্রণয়ন প্রভৃতি সমাজকর্মের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের খালেক মিয়া অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এর ফলে তার পরিবার চরম আর্থিক সংকটে দিনাতিপাত করছে। এ সমস্যাগুলোরা সমাধান সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত হলেও এটি আরো অনেক বিষয়ে কাজ করে। সমাজ ব্যবস্থা, সমাজে বসবাসরত জনসমষ্টি, সমাজে গড়ে ওঠা বিভিন্ন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। সমাজকর্ম সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নেও ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ ও শহরের সেবা কার্যক্রম, দক্ষ-কর্মী তৈরী ও উন্নয়ন স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য কার্যক্রম ও প্রভৃতি পরিচালনা সমাজকর্মে পরিধিভুক্ত।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, শুধু খালেক মিয়া ও তার পরিবারের সমস্যা সমাধান নয় বরং সমাজে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার কার্যকর সমাধান সমাজকর্মের পরিধির আওতাভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২১ ফাতেমা একটি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থায় কর্মরত। তার সংস্থাটি গ্রামীণ ভূমিহীনদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়। নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। আবার নারী ও শিশু নির্যাতনের কারণ অনুসন্ধান করে তা মোকাবিলার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত থাকে। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. সমাজকর্ম কাকে বলে? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত যেসব কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ফাতেমার সংস্থার কাজের মাধ্যমে সমাজকর্মের পরিধির সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর এমন একটি সাহায্যকারী পেশা যা সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নে সহায়তা করে।

খ আত্মকর্মসংস্থান বা Self-employment বলতে নিজের উপার্জনের ব্যবস্থা নিজেই করাকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে আত্মকর্মসংস্থান বলতে জীবিকা অর্জনে প্রচলিত কোনো পদ্ধতি অবলম্বন না করে স্ব-উদ্যোগে কর্মের সৃষ্টি করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ অর্জনের প্রয়োজন হয়। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেকারত্ব দূর করায় এটি খুব কার্যকর ভূমিকা পালন করে। হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, নার্সারি ও সামাজিক বনায়ন, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান দেওয়া প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানের উদাহরণ।

গ সৃজনশীল ১২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ জনাব কায়ছার একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে জাতি, ধর্ম বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, ধনী-দরিদ্র সকলকেই সাহায্য করে থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি আত্মনির্ভরশীলতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ১]*

ক. ইংল্যান্ডের প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করেন কে? ১

খ. সমাজকর্মকে বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কায়ছার সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সমাজকর্মের কোন বৈশিষ্ট্য সাদৃশ্যপূর্ণ? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. "সমাজকর্মের জন্য উদ্দীপকে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যই যথেষ্ট নয়"- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

https://teachingbd24.com

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ইংল্যান্ডের প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করেন।

খ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা হয় বলে সমাজকর্মকে বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া বলা হয়।

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল, সমষ্টির সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এগুলো পরিচালনায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশল উদ্ভাবন করে সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়। এ সমস্ত কারণে সমাজকর্ম বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে কায়ছার সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সমাজকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন কার্যক্রম সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশার মিল পাওয়া যায়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্মও কতগুলো স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর মধ্যে সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশার বৈশিষ্ট্য অন্যতম। মূলত এ পেশায় ব্যক্তি ও দলকে কর্মপ্রচেষ্টার উন্নয়নে সক্ষম করে তোলা হয়। এছাড়া জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্বিশেষে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে সমাজকর্ম কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমাজকর্মের সমাজের সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে এমনভাবে সাহায্য করা নয় যাতে তারা নিজের সম্পদ ও সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

উদ্দীপকেও জনাব কায়ছার তার প্রতিষ্ঠানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্যাগ্রস্তদের সাহায্য করার চেষ্টা করেন। যা উপরোল্লিখিত সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় জনাব কায়ছারের প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্যকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মের খণ্ডচিত্র মাত্র।

সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি সমস্যা সমাধানকারী প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপ বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। একে একটি সংযোগকারী কার্যক্রম ও বলা যায়, যার মাধ্যমে অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল তাদের প্রয়োজন পূরণে সমষ্টির সম্পদকে কাজে লাগাতে পারে। এছাড়া সমাজকর্ম পদ্ধতি নির্ভর ও সংগঠিত সমাধান প্রক্রিয়া। এটি সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে সমস্যাগ্রস্ত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। এখানে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে হয়। এটি একটি সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান ও বহুমাত্রিক পেশা। তাই, বিস্তৃত সামাজিক পরিবেশে সমাজকর্মীকে বিচিত্র দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বহুমাত্রিক কার্যাবলি সম্পাদন করতে।

উদ্দীপকের একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক জনাব কায়ছার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, নির্বিশেষে সাহায্যে এগিয়ে আসেন। একই সাথে তিনি তাদের আত্মনির্ভরশীলতার প্রতি গুরুত্ব দেন। যা মূলত সমাজকর্মের সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশা এবং সার্বজনীন কার্যক্রম প্রক্রিয়াকে তুলে ধরে। কিন্তু এ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সমাজকর্ম সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দানে উপরোল্লিখিত কার্যক্রম বা বৈশিষ্ট্যর অনুসরণ করে।

সুতরাং বলা যায়, জনাব কায়ছার সাহেবের প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্মের সব বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ২৩ রাজু একাদশ শ্রেণির ছাত্র। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কাছে সে জানতে পারে বর্তমান সময়ে একটি নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে। যা কিছু পদ্ধতির সাহায্যে সমাজের মানুষের ব্যক্তিগত, দলগত এবং সমষ্টিগত সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সহায়তা করে। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে বিষয়টি একটি পেশা হিসেবে স্বীকৃত।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. NASW এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সমস্যার স্থায়ী সমাধান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক NASW এর পূর্ণরূপ– National Association of Social Workers.

খ সমস্যার স্থায়ী সমাধান বলতে সমস্যার কার্যকরী সমাধানকে বোঝায়।

সমাজকর্ম যে কোনো সমস্যার সাময়িক সমাধানে বিশ্বাস করে না। তাই যে কোনো আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার কার্যকরি সমাধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা এমনভাবে সহায়তা করে যাতে সমস্যাটি সম্পূর্ণরূপে সমাধান হয়। এর ফলে সমস্যাটির পুনরায় উদ্ভব ঘটে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হচ্ছে সমাজকর্ম।

সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা। এটি সমাজে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে উন্নয়নে সহায়তা করে। এর ফলে তারা নিজেদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হয়। এছাড়া সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। কেননা সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মানুষকে তার সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনে সক্ষম করে তোলা সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকে একাদশ শ্রেণির ছাত্র রাজু তার শিক্ষকের কাছে নতুন একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। বিষয়টি কিছু পদ্ধতির সাহায্যে মানুষের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সহায়তা করে। এমনকি বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে পেশা হিসেবে স্বীকৃত। তাই বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হচ্ছে সমাজকর্ম।

ঘ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যা রয়েছে। এ সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও কার্যকরি সমাধানের জন্য সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে সম্পদ সীমিত কিন্তু চাহিদা অসীম। এই সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে সমাজকর্মের জ্ঞান বিশেষভাগে উপযোগী। বাংলাদেশের সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, অসচেতনতা প্রভৃতি সমাজকর্ম এছাড়া সমাজের কুসংস্কার ও কু-প্রথার প্রবৃত্তি, কারণ ও সমাধানের কৌশল নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে। এছাড়া সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের কর্মসূচিগুলো সফলভাবে পরিচালনা করতে সমাজকর্ম জ্ঞান অপরিহার্য। বর্তমানে আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবমুখী নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সমাজকর্মের জ্ঞানের আলোকে এ সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, বাংলাদেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নয়নে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৪ বর্তমান সময়ের একটি আলোচিত সমস্যা অটিজম। শিশুরাই এ সমস্যায় আক্রান্ত হয় বলে সচেতন নাগরিকগণ বিষয়টির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এমনই একজন সচেতন নাগরিক শিহাব রায়হান যিনি অটিস্টিক শিশুদের সার্বিক কল্যাণে গড়ে তুলেছেন 'অটিস্টিক কেয়ার সেন্টার। এখানে বিভিন্ন পরিবার থেকে আসা সব ধরনের শিশুর প্রতি সমান যত্ন নেওয়া হয়। প্রতিটি শিশুর আবেগ-অনুভূতি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে তাদের সেবা প্রদান করা হয়। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. IFSW-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সমাজকর্মকে সাহায্যকারী পেশা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সংগঠনটির কাজে সমাজকর্মের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি ছাড়াও সমাজকর্ম আরও অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে-যুক্তিসহ মত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক IFSW-এর পূর্ণরূপ– International Federation of Social Workers.

খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে বলে সমাজকর্মকে সাহায্যকারী পেশা বলা হয়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। পেশাগত কাঠামোর মধ্যে থেকে সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে ধরনের সহায়তা দেয়। এজন্যই এটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের সংগঠনটির কাজে সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তথা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ, সাহায্যার্থীর মর্যাদা ও মূল্যের স্বীকৃতি, সাহায্যার্থীর আবেগ ও চাহিদার ভিত্তিতে সেবাদান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা। এটি সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক ক্ষেত্রটি সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রথমত ব্যক্তির কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন নীতির ভিত্তিতে সেবা দেয়। উদ্দীপকের সংগঠনটিতে এসব নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অটিস্টিক শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারায় স্থান করে দিতে কাজ করছে 'অটিস্টিক কেয়ার সেন্টার'। এ সংগঠন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির পরিবার থেকে উঠে আসা সকল শিশুদের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছে, যা সমাজকর্মের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের নামান্তর। আবার সংগঠনটি প্রতিটি শিশুর মূল্য ও মর্যাদার প্রতি খেয়াল রেখে তাদের আবেগ, অনুভূতি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে সেবা দেয়। সমাজকর্মও সাহায্যার্থীর চাহিদা ও প্রয়োজনের বিষয়টি মাথায় রেখে সেবা প্রদান করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সংগঠনটির কাজে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ, চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সেবা দান, ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি ছাড়াও সমাজকর্ম আরোও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে।

সমাজকর্ম একটি প্রায়োগিক সামাজিক বিজ্ঞান। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করে। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ করাই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে। আর এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই সমাজকর্মের কর্মপদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করা হয় এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন— দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি মোকাবিলায় সমাজকর্ম প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। পাশাপাশি এটি সকল স্তরের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য চাহিদাভিত্তিক সেবা কার্যক্রমও পরিচালনা করে। এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সভা-সমিতি, আলোচনা সভা এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে। উদ্দীপকের অটিস্টিক কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য কাজ করা হয়। অথচ পেশা হিসেবে সমাজকর্ম বহুমুখী সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মের যে ক্ষেত্রে উঠে এসেছে তা এর পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। প্রকৃতপক্ষে সমাজকর্ম এ ভূমিকা পালনে ব্যাপক কর্মক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ সমাজকর্ম মূলত একটি পদ্ধতি, মাঠকর্মে বাস্তব প্রয়োগ ও জ্ঞান, সক্ষমকারী প্রক্রিয়া এবং পেশাগত সেবা। সমাজকর্ম মানুষকে সাহায্য করার একটি প্রয়োগিক সামাজিক বিজ্ঞান যা সকল মানুষের কল্যাণ ত্বরান্বিত করার জন্য এক কার্যকর মাত্রার মনো-সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে। সমাজকর্ম অন্যান্য পেশার মতো একটি সাহায্যকারী পেশা। সমাজে চিকিৎসা সেবা, শিক্ষকতা, ওকালতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন পেশাদার কর্মীর প্রয়োজন তেমনি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মী প্রয়োজন। তাই সমাজকর্মীর অবশ্যই থাকবে হবে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি কয়টি ও কি কি? ১

খ. ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার সমাজকর্মকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে একজন সমাজকর্মী কীভাবে মনো-সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. একটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দশ্য আলোচনা কর। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি তিনটি। এগুলো হলো—ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম।

খ ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার সমাজকর্মকে বৈজ্ঞানিকভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

জার্মান আইনজ্ঞ ও শিক্ষক ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার সমাজকর্মকে মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা ভিত্তিক পেশাদার সেবাকর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে এ পেশা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সন্তুষ্টি এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এককভাবে বা দলীয়ভাবে ব্যক্তিকে সহায়তা করে।

গ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে একজন সমজাকর্মী ব্যক্তিকে তার মনো-সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করতে পারেন।

আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। একজন সমাজকর্মী মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে, যাতে সে নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে ওঠে। এর ফলে তারা নিজেদের সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করে সমাজ ও পরিবেশে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়।

উদ্দীপকে সমাজকর্ম পেশার বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি ও সেবাদান কৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেইসাথে একজন 'সমাজকর্মী সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য কীভাবে ব্যক্তির মনো-সামাজিক ভূমিকা পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তার বর্ণনাও রয়েছে। মানুষের আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনযাত্রার ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে।

https://teachingbd24.com

এক্ষেত্রে তিনি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলার শিক্ষা প্রদান করেন। একজন সমাজকর্মী ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটান। এর ফলে সে নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা অর্জন করে। তিনি সাহায্যার্থীকে বিভিন্ন জটিল আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলেন। এর ফলে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে তার মনোসামাজিক ভূমিকা পালনের ক্ষমতা অর্জন করে।

ঘ একটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্মের সুনির্দিষ্ট কতকগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে।

সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরের জনগণকে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলা এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো সমাজজীবন থেকে যেকোনো জটিল সমস্যা দূর করা। এ উদ্দেশ্যে সমাজকর্ম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সব মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

আধুনিক জটিল সমাজে জনগণকে সকল পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সাহায্য করা সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। সমাজকর্ম মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে তাকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এক্ষেত্রে এটি নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। তাই সম্পদের অপচয় রোধ করে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করাও সমাজকর্মের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। জনগণের মধ্যে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সমাজে পরিকল্পিত ও গঠনমূলক পরিবর্তন আনা। সমাজ থেকে বিভিন্ন ধরনের অবাঞ্ছিত সমস্যা দূর করে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জনে সমাজকর্ম উদ্দেশ্যভিত্তিক বিভিন্ন জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ "উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে সমাজকর্মের গুরুত্ব" শীর্ষক একটি সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব মোমেন স্যার সমাজকর্মে সক্ষম করার প্রক্রিয়া, সকলের কল্যাণ, সামাজিক ভূমিকা পালন, মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক সম্পর্ক, পেশাগত সাহায্য ইত্যাদি লক্ষ্যের কথা বলেন। তিনি বলেন, এগুলো পূরণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তাদের সামাজিক সমস্যার সমাধান, মৌল চাহিদা পূরণ, ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান, পরিবর্তন সাধনাসহ বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হবে। *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]*

ক. সক্ষমকারী প্রক্রিয়া কোনটি? ১

খ. সমাজকর্মের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে মোমেন স্যার সমাজকর্মের কোন কোন বিষয়ে লক্ষ রাখতে বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে সমাজকর্ম কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর? আলোচনা করো। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মকে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া বলা হয়।

খ সমাজকর্মের একটি সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে International Federation of Social Workers (IFSW)।

সংজ্ঞাটিতে বলা হয়, 'সমাজকর্ম হলো একটি অনুশীলনধর্মী পেশা ও একাডেমিক বিষয় যা সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন, সামাজিক সংযোগ এবং জনগণের ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতা লাভে সচেষ্ট। সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, যৌথ দায়িত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নীতি সমাজকর্মের কেন্দ্রীয় বিষয়।

গ উদ্দীপকের অধ্যাপক জনাব মোমেন সমাজকর্মের লক্ষ্যের কথা বলেছেন।

সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক সমস্যামুক্ত একটি সুখী সমাজ গঠন; যা সামাজিক ভূমিকার উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়। সমাজকর্ম সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন, সামাজিক আন্তঃক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়ার উন্নয়ন, জীবনমানের উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণ সাধন, মানুষকে সক্ষম করা, সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন পেশাগত সাহায্য প্রদান প্রভৃতি লক্ষ্যে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্থ মানুষকে সক্ষম করে তোলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব মোমেন সক্ষম করার প্রক্রিয়া, সকলের কল্যাণ, সামাজিক ভূমিকা পালন, মিথস্ক্রিয়া প্রভৃতি লক্ষ্যের কথা বলেন। যেগুলো সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়। মানুষের সমস্যা সমাধান, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং উন্নয়নমূলক ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বহুমুখী সমস্যার কারণে মানুষ নিজ নিজ ভূমিকা পালনে বাধাগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন সাধনে সমাজকর্ম কাজ করে। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার বা মিথস্ক্রিয়ার বাধাসমূহ দূর করে সম্পর্কের পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অধ্যাপক জনাব মোমেন তার বর্ণনানুযায়ী সমাজকর্মের লক্ষ্যকেই নির্দেশ করেছেন।

ঘ সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্য, জনসংখ্যাস্ফীতি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা প্রভৃতি মৌল, মানবিক চাহিদা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। রাজনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্বের আধিক্য, সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্থ করছে। এ সকল সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকের অধ্যাপক জনাব মোমেন একটি সেমিনারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামাজিক সমস্যার সমাধান, মৌল চাহিদা পূরণ, অবস্থার পরিবর্তন সাধনসহ বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের সক্ষমতা অর্জনের জন্য সমাজকর্মের লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপর জোর দেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোর আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, অপরাধ, ন্যায়বিচার প্রভৃতি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা, কিশোর অপরাধ প্রভৃতি দমনে সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম প্রয়োগ করে। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, মাদকাসক্তি, বস্তি সমস্যা, সন্ত্রাস প্রভৃতি মোকাবিলায় সমাজকর্ম প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

সুতরাং উপরের আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি, জ্ঞান, দক্ষতা, লক্ষ্যের কার্যকর প্রয়োগ উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা সমাধান ও সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ বাবা-মার অতি আদর আর খারাপ লোকদের প্ররোচনায় মরণ নেশা মাদকের দিকে পা বাড়ায় রাখালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের একমাত্র পুত্র আরিশ। সে ছোটখাট চুরি, ছিনতাই এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। চেয়ারম্যান সাহেব বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় একটি মাদক নিরাময় কেন্দ্রে তাকে ভর্তি করান। সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজকর্মী নীলিমা আক্তার আরিশের মনোভাব পর্যবেক্ষণ করে। সে তার সাথে বন্ধুর মতো মেলামেশা করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। নীলিমা সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে নেশার জগত থেকে আরিশকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে।

[শেখ বোরহানুদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]

https://teachingbd24.com

ক. সমাজকল্যাণের সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কোনটি? ১
খ. সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? ২
গ. সমাজকর্মী নীলিমার কাজে সমাজকর্মের কোন দিকটি প্রস্ফূটিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে- বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকল্যাণের সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো সমাজকর্ম।

খ বর্তমান জটিল ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বহুমুখী আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধান এবং সামাজিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।
সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন জটিল সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজন বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকর্মী। পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন সমাজকর্মী ছাড়া বর্তমান সমাজের জটিল সমস্যার সমাধান আশা করা যায় না। তাই পেশাগত সমাজকর্মী তৈরির মাধ্যমে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গ সমাজকর্মী নীলিমার কাজে সমাজকর্মের প্রকৃতিগত দিকটি প্রস্ফূটিত হয়েছে।
সমাজকর্ম আধুনিক বিশ্বের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সাহায্যকারী পেশা। বিভিন্ন জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধান কৌশল উদ্ভাবন করে সমস্যার মূলোৎপাটন এর প্রধান কাজ। উদ্দীপকে নীলিমার কাজে সমাজকর্মের এ স্বতন্ত্র দিকটি প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মাদকাসক্ত এবং অপরাধপ্রবণ আরিশকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে নীলিমা যেভাবে কাজ করেছে তা সমাজকর্মের প্রকৃতিকে স্পষ্ট করে তোলে। সে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কলা এবং বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে। অর্থাৎ সে আরিশের মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং তার সাথে বন্ধুর মতো মিলেমিশে কলার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছে। অন্যদিকে, পরিবার, বন্ধুবান্ধব-এর সহায়তা গ্রহণ সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে নীলিমা আরিশের সমস্যা তথা সামাজিক সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজকর্ম কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে নীলিমার প্রচেষ্টায় সে বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে সমাজকর্ম একটি পৃথক পেশা হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে না। মানসিক সমর্থন দিয়ে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। উদ্দীপকে এ বিষয়টি লক্ষণীয়।
সমস্যা সমাধানে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি যাতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে সেজন্য সমাজকর্ম প্রচেষ্টা চালায়। মাদকাসক্ত আরিশকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে মানসিক সমর্থনের মাধ্যমে তাকে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন দানের চেষ্টা করেছে সমাজকর্মী নীলিমা। এক্ষেত্রে সে পারিবারিক সদস্যদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছে, যা সমাজকর্মের অনন্য সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য। সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দলীয় ও সমষ্টিগত দিকগুলো বিবেচনা করে প্রয়োজন ও সমস্যাকে সামনে রেখে কৌশল গ্রহণ করে। তাছাড়া সমাজকর্ম নিজস্ব পদ্ধতি ও অন্যান্য বিজ্ঞানের জ্ঞানের সহায়তায় একটি কার্যকর সমাধান কৌশল বের করার চেষ্টা করে। সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্যগত এ দিকটিও উদ্দীপকে লক্ষণীয়। সেবাকর্মের জন্য দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি মাথায় রেখে সমাজকর্মী মাদকাসক্ত আরিশের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে যা সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায় যে, আলোচ্য উদ্দীপকটিতে সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ আরিফুর রহমান একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী। তিনি মনে করেন মানুষের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক অগ্রগতি ও সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান সম্মত একটি পেশা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকে। এর মাধ্যমেই সকল সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব। তিনি বিক্রমপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, বেকারত্ব, জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ও দারিদ্র্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। *[প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. কোন বিপ্লবের ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী শহরায়ন ও নগরায়ণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে? ১
খ. 'সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সামাজিক সচেতনতা'-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আরিফুর রহমানের বক্তব্যে কোন পেশার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর সামাজিক অগ্রগতি ও সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরিফুর রহমানের বক্তব্য যথার্থ? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্প বিপ্লবের ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী শহরায়ন ও নগরায়ণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খ সামাজিক সচেতনতা সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।
সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়নে বিভিন্ন সমস্যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মানুষের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব সামাজিক উন্নয়নে বড় বাধা। সরকারের বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। কিন্তু জনগণ অসচেতন হলে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যাপক সমস্যা হয়। তাই, সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সামাজিক সচেতনতা।

গ আরিফুর রহমানের বক্তব্যে সমাজকর্ম পেশার ইঙ্গিত রয়েছে।
বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানে সমাজকর্মের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সমাজকর্ম সমাজ ও মানুষের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। উদ্দীপকেও এ পেশার অনুরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকের আরিফুরের মতে, সামগ্রিকভাবে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক অগ্রগতি ও সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞানসম্মত একটি পেশা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকে। পেশাটির মাধ্যমে সকল সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব। আলোচ্য এই পেশাটি সমাজকর্মের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। সমাজকর্মের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর এমন একটি সাহায্যকারী পেশা যা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও উন্নয়নে এমনভাবে সহায়তা করে যাতে তারা নিজেদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হয়। এই সংজ্ঞাতে উল্লিখিত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়টি উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের সাথে মিলে যায়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে আরিফুর রহমান সমাজকর্ম পেশার পরিচয়ই তুলে ধরেছেন।

Teachingbd24.com

ঘ সামাজিক অগ্রগতি ও সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরিফুর রহমান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কিছু সামাজিক সমস্যাকে দায়ী করেছেন, যা যৌক্তিক। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন একটি রাষ্ট্রকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়। তবে এর কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অতিরিক্ত জনসংখ্যা প্রভৃতি সমস্যা দূর করা উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এই সমস্যাগুলো সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে।

আরিফুর বেকারত্ব, জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ও দারিদ্র্যকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অন্যতম বাধা বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি মূল সমস্যাগুলোই চিহ্নিত করেছেন। কারণ এই সমস্যা তিনটি থেকে সমাজে আরও অনেক ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়। এর ফলে সকল ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়। যেমন— জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ একটি দেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। কোনো দেশের ধারণক্ষমতার চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হয়ে গেলে সামাজিক নৈরাজ্যসহ নানা ধরনের সমস্যা বেড়ে চলে। আর বেকারত্ব, দারিদ্র্য প্রভৃতির কারণে মাদকাসক্তি, অপরাধ, কিশোর-অপরাধ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ আরও বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। আর এ সকল সমস্যা উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে কেবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন নয়, এর ফলে সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনমনও ঘটে। জনাব আরিফ এজন্যই তার বক্তব্যে এ বিষয়টি চিহ্নিত করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আলোচ্য সমস্যাগুলো সমাধানের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মি. নয়ন ঢাকা বিশ্বদ্যালয় থেকে এম এস এস সম্পন্ন করেছেন। তার পঠিত বিষয়টি সুসংগঠিত পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিকভাবে সামাজিক সমস্যার সমাধান দেয়। বর্তমানে সে একটি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থায় কর্মরত। তার সংস্থাটি মানুষের সার্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিতকরণে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। উক্ত সংস্থার একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে নয়ন সমাজের দারিদ্র অসহায় ও পশ্চাৎপদ মানুষের সামাজিক সমস্যা সমাধানে ত্রিবিধ ভূমিকা পালন করে থাকে। *[ঢাকা সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. W.A. Friedlander রচিত গ্রন্থের নাম কী? ১

খ. সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মি. নয়ন কোন বিষয় নিয়ে পড়েছে? উক্ত বিষয়ের পরিধি আলোচনা কর। ৩

ঘ. মি. নয়নের সংস্থার কার্যক্রম সমাজকর্মের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ- বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক W.A. Friedlander এর রচিত গ্রন্থের নাম হলো 'Introduction to Social Welfare'।

খ বিষয় হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞানের একটি ফলিত রূপ হচ্ছে সমাজকর্ম। সমাজকর্ম হচ্ছে পেশাদার ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত বিজ্ঞান ও কলাভিত্তিক এমন একটি সাহায্যকারী পেশা যা সমাজস্থ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির নিজস্ব সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন।

গ উদ্দীপকে মি. নয়ন সমাজকর্ম নিয়ে পড়েছে। তিনি যে সংস্থাটিতে কাজ করেন সেটি পশ্চাৎপদ মানুষের সমস্যা সমাধানে বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমগুলো সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত।

সমাজকর্ম সমাজের সকল শ্রেণির সমস্যাগ্রস্ত জনগণের সমস্যা মোকাবিলাপূর্বক তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে প্রচেষ্টা চালায়। সমাজের একটি বৃহৎ অংশ যেহেতু গ্রামে বাস করে তাই এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তির জন্য সমাজকর্ম গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালনা করে।

সমাজকর্ম তার নিজ পরিধির আওতায়— দরিদ্র শ্রেণির জন্য বৃত্তিমূলক ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মের ব্যবস্থা করে। এর পাশাপাশি নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন মোকাবিলা ও রোধেও সমাজকর্ম কার্যক্রম পরিচালনা করে। কেননা সমস্যার উৎসকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিপর্যয় মোকাবিলা করার লক্ষ্যে দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে সমাজকর্ম তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মূলত উদ্দীপকে সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত গ্রামীণ ভূমিহীনদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে সমাজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নে নয়নের উন্নয়নমূলক সংস্থাটি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘ 'মি. নয়নের সংস্থার কার্যক্রম সমাজকর্মের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ' — উক্তিটি যথার্থ ও সঠিক।

সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণে সাহায্য করা। সমাজকর্ম প্রতিটি মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে তারা ব্যক্তিগত, দলগত এবং সমষ্টিগতভাবে সব ধরনের কল্যাণের অধিকারী হতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সকলকে সহায়তা করার মাধ্যমে ভূমিকা পালন ক্ষমতা উন্নয়নে সমাজকর্ম সাহায্য করে। যার ফলে পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সাথে সমাজের সকল মানুষের সামঞ্জস্য বিধান ঘটে। উক্ত উদ্দেশ্যেরই প্রতিফলন উদ্দীপকে দেখা যায়। এছাড়াও সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ায় সহায়তা করা। সার্বিকভাবে সমাজকর্ম উদ্দেশ্যগতভাবে সমাজজীবন থেকে সকল প্রকার জটিল সমস্যা দূর করে পরিকল্পিত উপায়ে কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. নয়নের সংস্থার সাথে সমাজকর্মের মিল রয়েছে। সংস্থাটি পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের পাশাপাশি সমস্যা সমাধানে মানুষকে সক্ষম করে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি করে যা সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনই সমাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ করার জন্য সমাজকর্ম বিভিন্ন জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ সুমন সাহেব এমন একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, যে প্রতিষ্ঠানটি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত লোকদের নিয়ে কাজ করেন। যারা এর সুবিধাভোগী তাদের মধ্যে কেউ কেউ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর। কেউ আবার তাদের ন্যূনতম চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারছে না তাদের রয়েছে নানা সামাজিক সমস্যা। প্রতিষ্ঠানটি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজও করে থাকে। *[শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. Introduction to Social Welfare গ্রন্থটি কার লেখা? ১

খ. 'সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুমন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমাজকর্মের যে উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমাজকর্মের সকল লক্ষ্য অর্জন হয়েছে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক Introduction to Social Welfare গ্রন্থটির লেখক ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার।

খ সমাজকর্ম হচ্ছে সমস্যা সমাধানের আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেবামূলক ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

সমাজকর্ম মানুষকে মনো-সামাজিক ভূমিকা পালনে একটি কার্যকর পর্যায়ে উপনীত করে সেইসাথে এটি মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থবহ সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করে। সমাজকর্ম মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগিক জ্ঞান, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে। ফলে সমাজকর্মকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা হয়।

Teachingbd24.com

গ সুমন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য দুস্থ ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে সাহায্য করার প্রতিফলন দেখা যায়।

সমাজকর্ম দারিদ্র্য বিমোচন করে সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে। সমাজের মানুষকে শারীরিক ও মানবীয় দক্ষতা বৃদ্ধি করে সীমিত সম্পদের দ্বারা অসীম অভাব পূরণে সক্ষম করে তোলে সমাজকর্ম। এটি সামাজিক ভূমিকার বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নে পেশাগত সাহায্য প্রদান করে। অর্থাৎ সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য মানুষের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবীয় সম্পদের উন্নয়ন।

উদ্দীপকে সুমন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত লোকদের নিয়ে কাজ করে। এদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর। এদের অনেকে নিজেদের নূন্যতম চাহিদা পূরণে অক্ষম। এধরনের জনগণকে সাহায্য করতে প্রতিষ্ঠানটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবীয় দক্ষতা বৃদ্ধিতেও কাজ করে থাকে। আমরা জানি, সমাজকর্মেরও অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সকল স্তরের জনগণের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি। উদ্দীপকে সমাজকর্মের এই অন্যতম উদ্দেশ্যটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমাজকর্মের সব লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। বরং কয়েকটি লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র।

সমাজে পরিকল্পিত ও গঠনমূলক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্ম কাজ করে। সেই সাথে সামাজিক বিভিন্ন অবাঞ্ছিত সমস্যা দূর করে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সমাজকর্ম কাজ করে। এছাড়াও সমাজের দুস্থ, অসহায় মানবগোষ্ঠী এবং আর্থ-সামাজিক জীবনে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় জীবনযাপনকৃত জনগণের কল্যাণ সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য। যার প্রতিফলন উদ্দীপকের সুমন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে রয়েছে।

জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, উন্নয়ন কমকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, গ্রাম ও শহর পুনর্বাসনমূলক প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব সৃষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজকর্ম ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করে। উদ্দীপকেও দেখা যায়, সুমন সাহেবের চাকরিরত প্রতিষ্ঠানটি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত লোকদের নিয়ে কাজ করে। এদের মাঝে হতদরিদ্র জনগণ যেমন আছেন, তেমনি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিও আছেন। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, যা সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজকর্মের বিস্তৃত লক্ষ্যের একাংশ অর্থাৎ সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করার চিত্র উদ্দীপকে উঠে এসেছে, যা সমাজকর্মের সকল লক্ষ্য অর্জনের ইঙ্গিত দেয় না।

প্রশ্ন ▶ ৩১ ঘূর্ণিঝড় আইলার প্রভাবে সাতক্ষীরা জেলার অধিকাংশ মানুষ অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ২ বছর অতিবাহিত হলেও আজও তাদের দুঃখ-দুর্দশার শেষ নেই। কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শুধু ত্রাণ বিতরণের মাধ্যমেই তাদের দুর্দশা দূর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরই মধ্যে অনেকে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। পেশাদার সমাজকর্মী রিপন মনে করে শুধু ত্রাণ বিতরণ নয়, এসব মানুষের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]

ক. NASW-এর পূর্ণ অর্থ লিখ। ১

খ. সমাজকর্মকে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মী রিপনের মনোভাবে সমাজকর্মের কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমাজকর্মী রিপনের মনোভাবে সমাজকর্মের সার্বিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেনি- মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NASW এর পূর্ণ অর্থ হলো National Association of Social Workers।

খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সহায়তার মাধ্যমে তাদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলে বলে সমাজকর্মকে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া বলা হয়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এজন্যই এটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিত।

গ সমাজকর্মী রিপনের মনোভাবে সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য- সমস্যা সমাধানে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক সেবা প্রদানের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা। এটি ব্যক্তি, দল এবং সমষ্টির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়ে পরিবেশের সাথে তাদের সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে। সমাজকর্ম সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বিশ্বাস করে। আর এ বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে জনাব রিপনের মনোভাবে।

ধরা যাক, একজন সমাজকর্মী মনে করেন, আইলা দুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনসমষ্টিকে চিহ্নিত করে তাদের সমস্যার ধরন নির্ণয় করে সে অনুযায়ী স্থায়ী সেবা প্রদান করলে তারা বেশি উপকৃত হবেন। তার এ ধারণাটি সমাজকর্মের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এর কারণ, প্রকৃতি, প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে, যাতে ঐ সমস্যাটি পুনরায় সৃষ্টি হতে না পারে। অর্থাৎ সমাজকর্ম প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরপর প্রতিরোধ এবং সবশেষে সমস্যার সাথে জনগণের সামঞ্জস্য বিধান অর্থাৎ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উদ্দীপকের রিপনও একইভাবে বিশ্বাস করে, শুধু ত্রাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আইলা দুর্গতদের সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা, প্রতিকারমূলক বিধান গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রিপনের মনোভাব সমাজকর্মের প্রতিকার, প্রতিরোধ এবং উন্নয়নমূলক সেবা কার্যক্রমকেই প্রতিফলিত করে।

ঘ সমাজকর্মের বৃহত্তর পরিধির ক্ষুদ্র অংশ উদ্দীপকে প্রকাশ পাওয়ায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রকৃতপক্ষে সমাজকর্ম গোটা সমাজকে নিয়ে অনুসন্ধান করে। কারণ সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনই এর প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ যাতে সুখী, সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারে, সেই লক্ষ্যে সমাজকর্ম আর্থ-সামাজিক সমস্যার কার্যকর মোকাবিলায় উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমাজকর্মের এ বৃহত্তর কর্মসূচির প্রয়োগক্ষেত্র গোটা সমাজ, যার একটি খণ্ডাংশ উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দীপকে সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে বেকার যুবকদের আত্মনির্ভরশীল করা ও তাদের অপরাধ সংশোধন করা এবং মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু সমাজকর্ম শুধু মৌল মানবিক চাহিদা পূরণই নয়, সকল জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, আবেগীয়, মানসিক প্রভৃতি দিকেরও কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালায়। সমাজের সার্বিক কল্যাণে প্রতিকারমূলক কর্মসূচি হিসেবে অপরাধ সংশোধনের পাশাপাশি অক্ষম ও পঙ্গুদের পুনর্বাসন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, মুক্ত কয়েদি পুনর্বাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কল্যাণ অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় সমাজকর্ম। এছাড়া শিক্ষা ও সচেতনতা, গ্রামীণ সমাজসেবা, পরিবার ও শিশুকল্যাণ, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, শ্রমকল্যাণ, দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রমও সমাজকর্মের আওতাভুক্ত।

https://teachingbd24.com

সমাজকাঠামোতে পরিকল্পিত ও গঠনমূলক পরিবর্তন আনয়নে সমাজকর্ম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এছাড়া সমস্যার মূলোৎপাটনে সমাজকর্ম গবেষণা, সামাজিক কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ের সাহায্য নেয়, যা সমাজকর্মের আলোচনার বিষয়।

সার্বিক আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে, মানবসমাজের প্রতিটি দিকই সমাজকর্মের আলোচনার বিষয়। সমাজকর্মের আলোচনার এই বৃহত্তর ক্ষেত্রের সামান্যতমই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি সমাজকর্মের বৃহত্তর পরিধির একটি খণ্ডাংশ মাত্র।

প্রশ্ন ▶ ৩২ নাজনীন দেশের একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সম্প্রতি পুলিশ তাকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার করে। অপরাধচক্রের সদস্য নাজনীন পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে জানায়, সে বিভিন্ন সময় শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে এবং কৌশলে সাধারণ কোনো ব্যক্তিকে তার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। এক পর্যায়ে কৌশলে সে তাকে তার ব্যক্তিগত গাড়ির সহযাত্রী হতে প্রলুব্ধ করে এবং তাকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাত্রা করে। এখানেই শেষ নয়, নাজনীনের নিত্যনতুন কৌশলের ফাঁদে পড়ে তার সহযাত্রী সর্বস্ব বিসর্জন দেন।

[গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ, মেহেরপুর | প্রশ্ন নং ১]

ক. সামাজিক কার্যক্রম কী? ১

খ. সমাজকর্মকে সাহায্যকারী পেশা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের অনুরূপ সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত জ্ঞান কীভাবে সহায়তা করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত প্রেক্ষাপটটি সমাজকর্মের কোন দিকটিকে প্রতিফলিত করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক কার্যক্রম হলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সুসংগঠিত দলীয় প্রচেষ্টা।

খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সাহায্য প্রদান করে বলে সমাজকর্মকে সাহায্যকারী পেশা বলা হয়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। পেশাগত কাঠামোর মধ্যে থেকে সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে এরূপ সহায়তা দিয়ে থাকে। এজন্যই এটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের অনুরূপ সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত জ্ঞান মানুষের সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ জীবন গঠনে সহায়তা করতে পারে।

সমাজকর্মের পরিধির মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্মের পদ্ধতির জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান করে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তুলতে এসব পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দীপকের সমস্যাটির প্রেক্ষিতে বলা যায়, এটি সমষ্টি পর্যায়ের একটি সমস্যা। এখানে নারীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। তারা অপরাধচক্রের অন্য সদস্যদের সাথে যুক্ত হয়ে সাধারণ লোকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে। নারীদের সহজে কেউ অবিশ্বাস না করায় অনেকেই সরল বিশ্বাসে গাড়িতে উঠে প্রতারণার শিকার হয় এবং পরে সর্বস্ব হারায়। এ ধরনের সমস্যায় নিপতিত হওয়ায় উদ্দীপকের জনসমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করা যায়। কেননা, সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত জ্ঞানই সমাজের মানুষের সন্তোষজনক জীবনমান রক্ষায় সাহায্য করে। এর পাশাপাশি ব্যক্তি, দলীয় ও সমষ্টি পর্যায়ে সমস্যার অনুসন্ধান করে তা সমাধানের মাধ্যমে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করতেও সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত জ্ঞান সাহায্য করে। তাই উদ্দীপকের সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমষ্টি সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সফল হওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রেক্ষাপটটি সমাজকর্মের কার্যক্রমের ব্যর্থতার দিককেই প্রতিফলিত করে।

সমাজকর্মের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজের কল্যাণে সমাজকর্ম নানাভাবে জ্ঞান প্রয়োগ করে সহায়তা করে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি পর্যায়ে সমাজকর্মের সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করা যায়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত সমাজকর্মী ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি পর্যায়ের কল্যাণে সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে সচেতন করে তাদের কল্যাণ করতে পারে। ফলে সমাজের অনভিপ্রেত অবস্থা দূরীভূত হয়।

উদ্দীপকের পরিস্থিতি ভিন্ন চিত্রের ইঙ্গিত দেয়। এখানে সামাজিক সমস্যার একটি দিক উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে নারীদের ক্রমশ অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা হলে এ সমস্যা সৃষ্টির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টিরও প্রয়াস চালানো যেত। এর ফলে মানুষের ভোগান্তি কমানো যেত এবং এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতো না। কিন্তু সমাজকর্মের জ্ঞানের অভাবেই উদ্দীপকে আলোচিত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত জ্ঞানের ব্যর্থতাই এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই জনসমষ্টির সন্তোষজনক জীবনমান রক্ষা সম্ভব হয়নি। সমাজের সকল স্তরে সমাজকর্মের কার্যক্রম বিস্তৃত থাকলেও উদ্দীপকের ঘটনার প্রেক্ষিতে এর অনুপস্থিতিই লক্ষণীয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সামাজিক সমস্যার দৃশ্যপট সমাজকর্মের কার্যক্রমের ব্যর্থতার দিককেই প্রতিফলিত করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ আল মামুন উচ্চ শিক্ষিত যুবক। তিনি নিজ এলাকার গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করতে চান। তিনি এ লক্ষ্যে তার এলাকার ওপর একটি জরিপ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। জরিপ গবেষণার ফলাফলে তিনি লক্ষ করেন নিরক্ষরতা ও সম্পদের অপ্রতুলতা এলাকার উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা। তিনি এ সমস্যা উত্তরণে একজন পেশাদার সমাজকর্মীর সাথে পরামর্শ করে একটি সমাধান পরিকল্পনা করেন। *[সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর | প্রশ্ন নং ১]*

ক. সমাজকর্ম ধারণার ওপর একজন সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত সংজ্ঞা লিখ। ১

খ. সমাজকর্মের একটি লক্ষ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আল মামুন তার নিজ এলাকার সমস্যা উত্তরণে সমাজকর্মের কোন ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আল মামুনের জরিপ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার সমাজকর্মের সংজ্ঞায় বলেন, 'সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানবিক সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতাসম্পন্ন এমন একটি পেশাদার সেবাকর্ম যা ব্যক্তিকে একক বা দলীয়ভাবে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি ও স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করে।'

খ সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা।

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী প্রক্রিয়া। এটি সাহায্যার্থী তথা ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। সেই সাথে দৈহিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে সাহায্যার্থীকে মঙ্গলজনক অবস্থানে নিয়ে যেতে সর্বতোভাবে সহায়তা করে। অর্থাৎ সমাজকর্মের মূল লক্ষ্যই হলো মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন। আর এ লক্ষ্য অর্জন করতে সমাজকর্ম নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

Teachingbd24.com

গ আল মামুন তার নিজ এলাকার সমস্যা উত্তরণে সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন।

সমাজকল্যাণ কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে আমাদের সমাজে বিদ্যমান বহুমুখী জটিল সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব। এক্ষেত্রে এসব কর্মসূচি আমাদের বৃহত্তর সমাজে বসবাসরত মানুষের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া যৌক্তিক। আর এ বিষয়গুলো সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ও মিথস্ক্রিয়ার কারণে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যা সমাধানে সামাজিক নীতিকে জনগণের জন্য সেবা উপযোগী করে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। আর এসব কর্মসূচিই হলো সমাজকল্যাণ কর্মসূচি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আল মামুন নিজ এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করতে চান। তার এলাকার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো নিরক্ষরতা ও সম্পদের অপ্রতুলতা। এক্ষেত্রে আল মামুন সমাজকল্যাণের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত বৃত্তিমূলক ও আয় বৃদ্ধিমূলক সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া দক্ষ কর্মী তৈরির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে পারেন। এছাড়াও সমবায়, কৃষি উন্নয়ন, বয়স্ক ও সামাজিক শিক্ষামূলক ক্ষেত্রভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে নিজ এলাকার সমস্যা উত্তরণে ভূমিকা রাখতে পারেন।

ঘ আল মামুনের জরিপ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্ম সমাজের নানাবিধ আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আল মামুনের এলাকায় উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হিসেবে নিরক্ষরতা ও সীমিত সম্পদের দিকটি উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের মৌলিক শিক্ষার প্রয়োগ সমস্যা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজকর্ম সমাজে বসবাসরত মানুষের আচরণ, সামাজিক নীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, সামাজিক সমস্যার কারণ, প্রভাব, ব্যাপ্তি ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নয়ন প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করে। সমাজে বহুমুখী সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যার প্রকৃতি, বিস্তৃতি সম্পর্কে গভীর তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সমাজকর্ম গবেষণার জ্ঞান অপরিহার্য। সমাজকর্ম তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা যাতে দেশের জনগণের চাহিদাকেন্দ্রিক হয়, সমাজকর্ম সে বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে।

সমাজ, সমাজের মানুষের চাহিদা, সামাজিক সমস্যা, সম্পদ এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে সুষ্ঠু সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব নয়। আর সমাজকর্মের মাধ্যমে আমরা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারি। তাই আল মামুনের এলাকার সমস্যা উত্তরণে সমাজকর্মের শিক্ষা গ্রহণ করে এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶৩৪ জনাব "X" ময়মনসিংহ শহরে অবস্থিত শিশু পরিবার (বালিকার) উপ-তত্ত্বাবধায়ক। তিনি তার প্রতিষ্ঠানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এতিম মেয়েদের জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এসব শিশুদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলেন যা উন্নত জীবনের সহায়ক। *[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. সমাজকর্ম প্রত্যয়টির ইংরেজী প্রতিশব্দ কী? ১

খ. W. A. Friedlander প্রদত্ত সমাজকর্মের সংজ্ঞাটি লিখ। ২

গ. জনাব "X" এর প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্মের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত বৈশিষ্ট্য সমাজের কল্যাণের জন্য যথেষ্ট নয়"—মূল্যায়ন করো। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম প্রত্যয়টির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো—Social Work.

খ W. A. Friedlander সমাজকর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানবিক সম্পর্কবিষয়ক দক্ষতা সম্পন্ন এমন এক পেশাদার সেবাকর্ম, যা ব্যক্তিকে একক বা দলীয়ভাবে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করে।" তার এ সংজ্ঞার মাধ্যমে সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

গ জনাব "X" এর প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

আধুনিক বিশ্বে সমাজকর্ম কল্যাণকামী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। এটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা। যা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটায়। সেই সাথে পরিবেশের সাথে সাহায্যার্থীর সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে। সমাজকর্ম সাহায্যদানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বিশ্বাসী।

উদ্দীপকে জনাব "X" এর প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সমাজকর্মের এসকল বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। জনাব "X" ময়মনসিংহ শিশু পরিবার বালিকার উপ-তত্ত্বাবধায়ক এবং তিনি তার প্রতিষ্ঠানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এতিম মেয়েদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করে। পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা ও কর্মসূচি শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির এ সব বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মের উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব "X" এর প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্যকেই নির্দেশ করে।

ঘ হ্যাঁ, সমাজের কল্যাণের জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট নয়।

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা। সমাজ থেকে যেকোনো ধরনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি দূরীকরণে গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজকর্মের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া সমাজকর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে সমাজের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করা। সমাজকর্ম মানবকল্যাণে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর সেবাকর্ম প্রদান করে। পাশাপাশি এর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি বহুমাত্রিক পেশা। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বহুমুখী সমাজকর্মীকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। সেই সাথে তাকে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা দলের নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহারের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব "X" একটি শিশু পরিবারের উপ-তত্ত্বাবধায়ক। এতিম মেয়েদের জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলেন। কিন্তু বৈশিষ্ট্যগতভাবে সমাজকর্ম শুধুমাত্র মৌল মানবিক চাহিদা ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে না। ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক, আবেগীয়সহ বিভিন্ন দিকের কল্যাণে সমাজকর্মের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সামগ্রিক আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য সমাজের কল্যাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

Teachingbd24.com